চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব

চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তাৎপর্যে আতঙ্কিত হয়ে বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিপতিরা সে সম্পর্কে কুৎসা রটনা শুরু করে। এর ফলে সাধারণ মানুষ এমনকী সাম্যবাদী মহলেও তারা বেশ কিছু বিভ্রান্তি ছড়াতে সক্ষম হয়। কমরেড ঘোষ সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে মহান আখ্যা দিয়ে এর তাৎপর্য নিয়ে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

ভূমিকা

চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে আমার যা প্রতিক্রিয়া, তা আমি আপনাদের সামনে রাখব। আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটি বসে এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। ফলে, আমি যে বক্তব্য রাখব, তাকে আমার ব্যক্তিগত অভিমত হিসাবেই ধরতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না দলের কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক এই মতামত গৃহীত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত এটা আলোচনার বিষয় মাত্র — তার বেশি কিছু নয়।* কারণ, এর পরিবর্তন ঘটতে পারে। কেন্দ্রীয় কমিটি বসে তার কিছু পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করতে পারে এবং আমি নিজেও পরে এর খানিকটা পরিবর্তন সাধন ও পরিবর্ধন করতে পারি। চীনের এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে যতটুকু 'মেটিরিয়াল' (তথ্য) আমরা পেয়েছি বা জেনেছি, তার ভিত্তিতে আমার প্রতিক্রিয়া কী এবং এ বিষয়টিকে পার্টি কর্মীদের কী দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা উচিত এবং গ্রহণ করা উচিত, সে সম্পর্কে আমি কী মনে করি, তা আমি আপনাদের সামনে রাখছি।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে দুনিয়াজোড়া নানা ধরনের বিভ্রান্তি

চীনের বর্তমান সাংস্কৃতিক বিপ্লব নিয়ে পৃথিবীর সমস্ত দেশের বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকাগুলিতে খুব স্পেক্যুলেশান (জল্পনা-কল্পনা) হচ্ছে এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে নানাধরনের সংবাদ ইচ্ছাকৃত ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিকৃত করে সেই সমস্ত পত্র-পত্রিকায় প্রচার হচ্ছে। কিন্তু, সবচাইতে পরিতাপের বিষয়, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভাবাদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ বহু দেশের কমিউনিস্ট কর্মীদের মধ্যেও চীনের এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব নিয়ে নানাধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়ে আছে। পার্টিবিরোধী কাজে লিপ্ত বলে চীনের নেতৃত্ব যাদের মনে করছেন, পার্টির অভ্যন্তরে 'ইনার-পার্টি স্ট্রাগল্' (আন্তঃ-পার্টি সংগ্রাম)-এর চিরাচরিত নীতিকে অনুসরণ করে তাদের বের না করে দিয়ে দেশজোড়া মানুষকে এইভাবে খোলাখুলি দ্বন্দ্বের মধ্যে টেনে এনে এই যে এতবড় একটা কাণ্ড হচ্ছে, এই যে বিরাট মতবাদিক সংগ্রাম চালানো হচ্ছে, সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি সহ কিছু কিছু কমিউনিস্ট মনে করছেন, তা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল নীতিবিরোধী। এছাড়া সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সংশোধনবাদী নেতৃত্ব এবং তাঁদের কিছু সমর্থক এমনও মতামত প্রকাশ করেছেন যে, চীনে কমিউনিস্ট পার্টিকে খতম করে নিজের নেতৃত্ব এবং সর্বময় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্যই মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বে এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালিত হচ্ছে এবং এর সাথে রেডগার্ডদের 'এক্সেস্' (বাড়াবাড়ি) ইত্যাদি সম্পর্কেও নানাধরনের কুৎসা সোভিয়েট সংশোধনবাদী ও বুর্জোয়া প্রেস মারফত প্রচার করা হচ্ছে। ফলে, এইসব বিষয় বা প্রশ্ন নিয়ে কমিউনিস্ট কর্মীদের মধ্যে নানা বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। এছাড়া লিউ শাও-চি ও মাও সে-তুং-এর মধ্যে নেতৃত্ব ও ক্ষমতা দখলের লড়াই চলছে বলে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যে প্রচার চালানো হচ্ছে, তার দ্বারা এবং চীনে মাও সে-তুংকে কেন্দ্র করে বর্তমানে গুরুবাদের চর্চা চলছে — এই চিন্তার দ্বারাও অনেক কমিউনিস্ট কর্মী প্রভাবিত হচ্ছেন। বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকায় যাই প্রচার চলুক না কেন, কমিউনিস্ট কর্মীদের মনে রাখতে হবে যে, এত সহজ ও সরলীকৃত বিচারের দ্বারা চীনের এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব ও তার যথার্থ তাৎপর্য বোঝা যাবে না। আমি মনে করি মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের একটা বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি আছে এবং চীন যেভাবে এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালনা করছে, তা সত্যিই 'ম্যাগনিফিসেন্ট' (মহান) ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। দুনিয়ার সর্বত্র যেখানেই কমিউনিস্টরা যথার্থ বিপ্লবী আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের সকলের কাছেই এটা একটা শেখবার বিষয়। তবে এর মধ্যেও ত্রুটি-বিচ্যুতি বা কিছু কিছু দুর্বলতার দিক আছে এবং এরূপ একটা বিরাট ব্যাপারে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি তো থাকতেই পারে, কিন্তু তার প্রকৃতি, বুর্জোয়া বা সংশোধনবাদী প্রেস মহল যেভাবে দেখাচ্ছে — তেমন মোটেই নয়। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের এইসব প্রশ্ন বিচার বা আলোচনা করতে হবে।

বর্তমান সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরই একটি চূড়ান্ত রূপমাত্র

সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে বিপ্লবের পর সমাজের অভ্যন্তরে সর্বস্তরে যে সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়েছে, বর্তমান সাংস্কৃতিক বিপ্লব তারই একটি 'কাল্‌মিনেশান' (চূড়ান্ত রূপ) মাত্র। সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে এই আন্দোলন বিপ্লবের আগেও চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে করতে হয়েছে — সব দেশেই যে কোন বিপ্লবের আগে সমস্ত দলের পক্ষেই এটা একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় কাজ। কোন বিপ্লবী দলই এই কাজটিকে বাদ দিয়ে বিপ্লব সমাধা করতে পারে না। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম কেন্দ্রীয় কমিটির দশম প্লেনারি সেশানে কমরেড মাও সে-তুং বলেছিলেন, ''To overthrow a political power, it is always necessary first of all to create public opinion, to do work in the ideological sphere''. অর্থাৎ, কোন রাজনৈতিক শক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করার পূর্বে জনমত সংগঠিত করার জন্য আদর্শগত ও সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে কাজ করা অবশ্য প্রয়োজন। এখানেই তিনি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথা বলেছেন। এই কথা বিপ্লবী দলগুলির পক্ষেও যেমন সত্য, প্রতিবিপ্লবী শ্রেণীর পক্ষেও তা সত্য। যারাই যে সময়ে জনতার অভ্যুত্থান ঘটিয়ে বিরুদ্ধ শক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইবে, জনতার অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য তাদের নিজস্ব শ্রেণীগত আদর্শ রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে জনমত সংগঠিত করার প্রয়োজনেই আদর্শগত ও সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে তাদের কাজ করতে হবে।

বিপ্লব সমাধা করার জন্য বিপ্লবের পূর্বে পরিচালিত সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে এই সংগ্রাম বিপ্লবের পর বিপ্লবকে রক্ষা এবং তাকে সংহত করা ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যও প্রয়োজন। ''Fundamental question of every revolution is not only to capture power, but to consolidate it'' — অর্থাৎ, সমস্ত বিপ্লবের সামনে মূল প্রশ্ন শুধু রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা নয়, রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করার পর তাকে সংহত করাও বিপ্লবের একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় কাজ। এই সংহত করা বলতে এটাকে শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বলা হয়নি, এর মধ্যে সংস্কৃতিগত দিকও আছে। মার্কস "কালচারাল রিভোলিউশন উইল কনটিনিউ" — অর্থাৎ, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাজ চলতে থাকবে, বলতে এই কথাই বুঝিয়েছেন। চীনেও সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে এই আন্দোলন বিপ্লবের পরেও নিরবচ্ছিন্নভাবে কখনও জোর কদমে, কখনও ধীরে ধীরে চলছিল।

বিপ্লব জয়যুক্ত হবার পরও পার্টিকর্মীদের চরিত্রগঠন, প্রচারের কায়দা সম্পর্কে এবং পার্টি ও জনসাধারণের মধ্যে বুর্জোয়া ও সর্বপ্রকার প্রতিবিপ্লবী ভাবধারা ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে গাদাগাদা লেখা চীনে বেরিয়েছে। এইসব আন্দোলন ও কাজগুলি তো সাংস্কৃতিক বিপ্লবেরই অঙ্গ। কিন্তু, চীনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যে রূপ আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের একটা বিশেষ স্তরকেই নির্দেশ করছে মাত্র, এবং বিশেষ সময়ে তার এইভাবে প্রকাশ ঘটেছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লব এ রকম রূপ রোজ নেয় না। সাংস্কৃতিক বিপ্লব ধারাবাহিকভাবে চলতে চলতে কখনও কখনও কতগুলো ঘটনাকে কেন্দ্র করে এইরকম রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু, মনে রাখতে হবে, সাংস্কৃতিক বিপ্লব একটা 'কনটিনিউয়াস প্রসেস' (নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া)। যেমন চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করে এবং চীনের যতটুকু খবর পাওয়া যাচ্ছে সে সব থেকে আমার মনে হচ্ছে, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এই বিশেষ স্তরটি শেষ হয়ে যাবে, তারপর আবার একটা স্থায়িত্ব আসবে। তখন বর্তমানের এই 'ওয়েভ'টা বোঝা যাবে না। এর মানে কী? বর্তমান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে কতগুলো পরিবর্তন হল। আমার ধারণা এ পর্ব শেষ হয়ে গেলে পরেই পার্টি আবার একটা কংগ্রেস ডাকবে — বর্তমান নেতৃত্ব এবং অন্যান্য কতগুলো জিনিসের পরিবর্তন হবে। এগুলো তারা করতে যাচ্ছে। কিন্তু, তারপরেও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলি থেকে যাবে, সেগুলি কাজ করবে। সাংস্কৃতিক আন্দোলন তখনও চলবে, কিন্তু তার বর্তমানের এই বিশেষ রূপটি থাকবে না।

কেন চীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বর্তমান সময়ে সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু করেছে

এখন, চীনের বর্তমান সাংস্কৃতিক বিপ্লব নিয়ে যে প্রশ্নগুলো দেখা দিয়েছে তা আলোচনার আগে সর্বপ্রথম একটা জিনিস বোঝা দরকার। তা হচ্ছে, চীন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতির ঠিক এই সময়ে এই ধরনের একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পথে সমস্ত দেশকে টেনে নিয়ে গেল কেন? খানিকটা যেন ইচ্ছাকৃতভাবে জেনেশুনে তারা বিপত্তিকে ডেনে এনেছে — যে বিপত্তি সাধারণ স্তরের নয়, বরঞ্চ মারাত্মক ধরনের, যা বহু সঙ্কট সৃষ্টি করতে পারে আর, এ ধরনের একটি কাজ করেছে তারা কোন্ সময়ে? যখন সত্যি কথা বলতে কী, আমেরিকান

যুদ্ধবাজদের ক্রমাগত আক্রমণের হুঙ্কারের মুখে সে একা এবং এমন সম্ভাবনাও একেবারে বাদ দেওয়া যায় না যে, তেমন ঘটনা যদি সত্যসত্যই ঘটে, তাহলে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের কোন সাহায্যই হয়ত তার মিলবে না। অন্যদিকে চীনের নিজস্ব অর্থনৈতিক অগ্রগতির সমস্যা এবং উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্যাও যেখানে আজ প্রচণ্ড। এরকম একটা সময়ে চীন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজন অনুভব করলে তাকে কার্যে রূপায়িত করার একটা কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারত — অনেকে যেভাবে বলেছেন সেইভাবে — অর্থাৎ, পার্টির মধ্যে পার্টিগতভাবে ঠিক করে পার্টি সিদ্ধান্ত নিল আগে, 'ইনার-পার্টি স্ট্রাগল' (পার্টির আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম)-এর নীতি অনুযায়ী আগে নিজেদের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করে নিল, তারপর এক সিদ্ধান্তে, এক পার্টির বক্তব্যে সমস্ত জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করল। এভাবে তারা চিরাচরিত প্রথায় বিরোধের মীমাংসা করার চেষ্টা না করে তার পরিবর্তে দেশের সমস্ত স্তরের জনগণ, এমনকী মিলিটারিকে পর্যন্ত জড়িত করে একটা সংগ্রাম শুরু করেছে, যার মধ্যে সমালোচনা এবং বিরুদ্ধ সমালোচনার একটা খোলা পরিবেশ তারা সৃষ্টি করেছে — যেটা অবশ্যম্ভাবীরূপে বিরাট ঝঞ্ঝাট এবং বিপত্তির সৃষ্টি করতে পারে এবং যা তাদের জানাই ছিল। তারা এটা জেনেই করেছে যে, এর দ্বারা দেশের অভ্যন্তরে মারাত্মক আকারের গণ্ডগোলের সৃষ্টি হতে পারে। এই পদ্ধতিটা ঠিক কী ভুল, তা আলোচনা করার আগে — এতবড় ঝুঁকি নিতে তারা এ সময়ে বাধ্য হল কেন, সে সম্পর্কে আমি একরকমভাবে ধারণা করেছি এবং যেমন আমি বুঝেছি, তা আমি আপনাদের সামনে রাখছি।

সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শ ও সুবিধাবাদকে সমূলে উৎপাটিত করা

প্রথমত, চীনে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছে। এই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনীতি এবং তার ভিত্তিতে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার সময়ে তার আবশ্যকতা সম্বন্ধে মানসিক গঠন গড়ে তুলেই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হয়েছে। জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার জন্য, তাকে কার্যে পরিণত করার জন্য এবং ক্ষমতা দখলের জন্য আদর্শগত ও সংস্কৃতিগতভাবে যতটুকু সামন্ত এবং বুর্জোয়া ভাবধারা বিরোধী হওয়া প্রয়োজন ছিল — আদর্শগত, রাজনীতিগত এবং সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে তা সম্পন্ন করেই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব হয়েছে। কিন্তু, তা জনগণ এবং দলের কর্মীদের সাংস্কৃতিক মননকে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত করতে পারেনি এবং পুরানো সমাজ থেকে নীতি, আদর্শ ও সংস্কৃতির যে বীজ তারা বহন করে নিয়ে এল, তাকে সম্পূর্ণভাবে দূর করতে পারেনি। উপরন্তু, যে শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করে বিপ্লব সফল হল, রাষ্ট্রক্ষমতা সেই শ্রেণীর হাত থেকে চলে যাওয়ার সাথে সাথেই সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে শ্রেণীগতভাবে তার প্রতিরোধ ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেনি। ফলে, সমাজের ভিতরে পুরানো ব্যবস্থার সংস্কৃতিগত বীজ নতুন পরিবেশে নানারূপে — যত সূক্ষ্ম আকারেই হোক্ না কেন — সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের সমস্ত বিভাগে রয়ে গিয়েছিল। ক্ষমতা দখলের পর আপেক্ষিক অর্থে 'স্টেবিলিটি' (স্থায়িত্ব) আসার ফলে দলের সদস্যদের, এমনকী নেতৃস্থানীয় অনেক সদস্যের মধ্যেও আদর্শগত ও রাজনৈতিক চেতনার নিম্নমানকে ভিত্তি করে তা দিনের পর দিন বেড়েই চলছিল। সমাজের অভ্যন্তরে অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ যত ঘটছে — বাইরে তার যত গণ্ডগোলই থাকুক, অভ্যন্তরে তার চেহারা অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ — আর, পার্টি যেখানে সরকার পরিচালনা করছে, স্বভাবতই পার্টির সদস্য এবং জনগণের মধ্যে এই সমস্ত কারণে ব্যক্তিবাদী প্রবণতা ও নানাধরনের সুবিধাবাদের একটা ঝোঁক বাড়ছে এবং এগুলিকে কেন্দ্র করে নানাধরনের বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া ও পুরানো সমাজের ভাবধারা, আচার ব্যবহার পার্টির মধ্যে ঢুকছে। আর, এটা সমাজতন্ত্র ও বিপ্লবের বুক্নি এবং মার্কসীয় পাণ্ডিত্যপূর্ণ উক্তির আড়ালেই ঢুকছে এবং পার্টির মধ্যে কাজ করে চলেছে। এগুলো সম্বন্ধে নেতৃত্বের যে আশঙ্কা, তাকে একমাত্র 'বায়াস্' (অন্ধ আবেগ) ছাড়া অবিশ্বাস করার আমাদের ন্যায়সঙ্গত কোন কারণ নেই। এটা স্বাভাবিক এবং এটা হতে পারে। হয়ত কিছু বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলা হতে পারে, কিন্তু এই ঘটনা অস্বাভাবিক নয়। বিপ্লব হয়ে গেছে বলেই এমন কাণ্ড হতে পারে না, সাথে সাথেই পার্টি বা পার্টি কর্মীরা সম্পূর্ণভাবে বুর্জোয়া ভাবধারা থেকে মুক্ত হয়ে গেছে — এসব তারাই বলে, বিপ্লবের জটিল দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের প্রক্রিয়া ও তার সমস্ত কর্মকাণ্ড সম্পর্কে যাদের কোন জ্ঞান নেই। কোন দেশের বিপ্লবের দ্বারাই তা হয় না। বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার পরও পার্টির অভ্যন্তরে ও সমাজের বিভিন্ন স্তরে এইসব ঝোঁক কিছুদিন পর্যন্ত থেকেই যায়। এই ত্রুটি-বিচ্যুতি সেখানেও আছে।

চিন্তা ও সংস্কৃতির অনুন্নত মান দূর করা

দ্বিতীয়ত, রাশিয়ার অভিজ্ঞতা এটা দেখিয়ে দিয়েছে যে, অর্থনৈতিক শক্তি, সামরিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচণ্ড অগ্রগতি, সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের নানাদিক থেকে ব্যাপক অগ্রগতি — এগুলোর সাথে সাথে যদি সামগ্রিকভাবে সমাজের সাংস্কৃতিক মনন, অর্থাৎ, দর্শনগত উপলব্ধি থেকে শুরু করে সমাজের সমষ্টিগত সাংস্কৃতিক মান ও ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি আচরণ এবং অভ্যাস সমানভাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সার্বিক বিকাশের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে উন্নত না করা যায়, তাহলে এই দুইয়ের মধ্যে যে ব্যবধান গড়ে ওঠে, সে ব্যবধানের ফলে চিন্তাগত ক্ষেত্রে অনুন্নত মানের সৃষ্টি হতে বাধ্য। আর, চিন্তা ও সংস্কৃতির মান অনুন্নত থাকলে, তা জটিল পরিস্থিতিতে যে কোন মুহূর্তে উপযুক্ত পরিবেশ পেলে সংশোধনবাদ-সংস্কারবাদের জন্ম দিতে পারে, সমাজতন্ত্রকে বিপন্ন করে তুলতে পারে এবং প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান ঘটাতে পারে — শান্তিপূর্ণভাবে হোক্ অথবা 'ভায়োলেন্স' (সশস্ত্র অভ্যুত্থান)-এর মধ্য দিয়ে হোক্ — সমাজতন্ত্রের সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতিবিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটাতে পারে। সংস্কৃতি এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুন্নত মান থাকলে, তার দ্বারা সমস্ত পার্টিটা, সমস্ত শ্রমিকশ্রেণী বিভ্রান্ত হয়ে বিপথে পরিচালিত হয়ে গিয়ে সমাজতন্ত্র এবং মার্কসবাদের ঝাণ্ডা উড়িয়েই সংস্কারবাদ ও শোধনবাদের রাস্তায় পুরোপুরি পুঁজিবাদকে ফিরিয়ে আনতে পারে।

প্রোলেটারিয়ান সাংস্কৃতিক মানের অব্যাহত চর্চা

তৃতীয়ত, আর একটা জিনিসও চীনের বর্তমান নেতৃত্বকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। তা হচ্ছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির যে চূড়ান্ত বিপ্লবাত্মক তাৎপর্য দেখা গিয়েছিল, বিপ্লবী আন্দোলনের বন্যা এবং জোয়ারে যখন সমস্ত দুনিয়া ফেটে পড়ছিল এবং সাম্রাজ্যবাদ কোণঠাসা হয়ে পড়ছিল, তার থেকে আজ যে বিপ্লবী আন্দোলনগুলির পশ্চাদ্‌গামিতা, আজ যে উল্টে সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণাত্মক ভূমিকা, প্রতিআক্রমণ এবং প্রতিবিপ্লবের সশস্ত্র আক্রমণ সর্বত্র দেখা যাচ্ছে — তার জন্য সোভিয়েট সংশোধনবাদ মূলত দায়ী, তার সংশোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যকলাপ মূলত দায়ী। এতবড় একটা সর্বনাশ হয়ে গেল এমন একটা পার্টির দ্বারা, যে পার্টিটা লেনিন এবং স্ট্যালিনের মত মহান মার্কসবাদী নেতৃত্বের ঐতিহ্য বহন করে এসেছে, যে পার্টি দুনিয়ার সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করেছে, সমাজতন্ত্র গঠন করেছে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যে পার্টি স্ট্যালিনের নেতৃত্বে ভাবছিল এবং পরিকল্পনা করছিল, কী করে এবং কত তাড়াতাড়ি সমাজতন্ত্রের বিজয়কে সম্পূর্ণ করে দিয়ে 'সাম্যবাদের প্রথম স্তরে' পৌঁছুনো যায়। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পূর্বে যে কংগ্রেস হয়, অর্থাৎ, সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির ঊনবিংশ কংগ্রেসে এইসব বিষয়ের উল্লেখ আছে। তাহলে লেনিন-স্ট্যালিনের সেই পার্টিতেই এরকম কাণ্ড, পার্টির অভ্যন্তরে কোন কার্যকরী বাধা ছাড়াই হঠাৎ করে এ রকম পরিবর্তন, পার্টি ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব পুরোপুরি শোধনবাদীদের খপ্পরে চলে যাওয়া — এসব কী করে সম্ভব হলো? এ তো একদিনের ঘটনা নয়। এই গুরুতর ব্যাপারটিও চীনের নেতৃত্বকে ভীষণভাবে ভাবিয়েছে।

ফলে, তাদের ভাবনা হয়েছে যে, চীন বিপ্লবের গ্যারাণ্টি, তার অবাধ অগ্রগতি ও বিকাশের পথ যদি উন্মুক্ত ও অপ্রতিহত রাখতে হয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটার পর একটা বিজয় যদি তার অর্জন করতে হয়, তাহলে, প্রোলেটারিয়ান আন্তর্জাতিকতাবাদের ঝাণ্ডাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার সাথে সাথে দেশের অভ্যন্তরে সর্বহারা বিপ্লবী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানকেও ক্রমাগত উন্নত রাখার সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে। এটা না করলে বিপ্লবের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করা সম্পূর্ণ হবে না — এই সিদ্ধান্তে তারা এসেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাজটিকে অবহেলা করা হয়েছে। খানিকটা আত্মসন্তুষ্টির মনোভাবের জন্য স্ট্যালিনের মত মহান মার্কসবাদী নেতারও এক্ষেত্রে কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেছে। যে স্ট্যালিন নিজেই একসময় বলেছিলেন যে, "সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও অর্থনীতি যত সংহত ও পাকাপোক্ত হবে, শ্রেণীসংগ্রাম তত তীব্ররূপ ধারণ করবে" — সেই স্ট্যালিনই আবার সোভিয়েটের ১৮তম কংগ্রেসে সোভিয়েট সমাজের এমন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, যার থেকে মনে হতে পারে যে, সোভিয়েট সমাজে আর শ্রেণীবিভক্তি নেই, তা শ্রেণীহীন সমাজ। তিনি বলেছিলেন, "সোভিয়েট নাগরিক এক নতুন ধরনের নাগরিক, সমাজতান্ত্রিক নাগরিক। সোভিয়েট সমাজ আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শ্রেণীদ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত সমাজ। সমাজের

অভ্যন্তরে অন্তর্দ্বন্দ্বের 'এ্যান্টাগনিস্টিক্' (বিরোধাত্মক) চরিত্র সেখানে আর নেই।" — কথাটা এভাবে বলা নিশ্চয়ই ভুল। কারণ, শ্রেণীদ্বন্দ্বের এ্যান্টাগনিস্টিক চরিত্র এখনও সোভিয়েট সমাজে আছে; তা না হলে রাষ্ট্র কেন আছে? স্ট্যালিন এই প্রশ্নটির উত্তর করতে গিয়ে শুধু বহির্দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ, সাম্রাজ্যবাদের অবস্থান এবং দেশের অভ্যন্তরে তার প্রভাবের কথা বলেছেন। আমার মতে সেখানেও মনে রাখতে হবে যে, বহির্দ্বন্দ্ব কেবল তখনই একটা সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে প্রভাবিত করতে পারে, যখন সেই প্রভাব বিস্তারের অনুকূল বাস্তব পরিবেশ সমাজ-অভ্যন্তরে মজুত থাকে।

ফলে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর শ্রেণীসংগ্রাম যেখানে আরও তীব্র করা দরকার ছিল, প্রোলেটারিয়ান সাংস্কৃতিক মানের চর্চা — যা আরও উন্নত করা প্রয়োজন ছিল, পার্টির অভ্যন্তরে ও সমাজের বিভিন্ন স্তরে বুর্জোয়া ভাবধারার অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে প্রোলেটারিয়ান বিপ্লবী চরিত্রের মান উন্নত করার জন্য যেখানে ক্রমাগত চর্চা, অনুশীলন ও সংগ্রামের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখা অবশ্য কর্তব্য ছিল এবং সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার চরিত্র যেমন পাল্টেছে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সাংস্কৃতিক মান এবং রাজনীতিটাকেও ক্রমাগত উন্নত করার জন্য যে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঝাণ্ডাটাকে খাড়া রাখবার দরকার ছিল, সেটা সমাজব্যবস্থা অনেকটা স্থিতিলাভ করার পর সোভিয়েট নেতৃত্বের আত্মসন্তুষ্টির মনোভাবের জন্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং তারই ফলে এই আদর্শগত, রাজনীতিগত ও সংস্কৃতিগত মানের অবনতি, তারই ফলে সৃষ্টি হয়েছিল সংশোধনবাদের জন্ম নেওয়ার উর্বর ক্ষেত্র। এত সুন্দর করে, এত বিস্তৃত ব্যাখ্যার পটভূমিকায় চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এইসব বলেছে কী না, এখানে আমাদের তা আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু, তাদের বক্তব্যের মধ্যকার নানা ইঙ্গিত থেকে আমি এইভাবে বুঝেছি। ঠিক এইরকমভাবে বলেছে তা নয়, কিন্তু সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টিতে যা ঘটল, তা দেখে এই আশঙ্কাটা তাদের মধ্যে কাজ করেছে।

আদর্শগত ক্ষেত্রে পার্টি ও জনগণের ঐক্য স্থাপন করা

চতুর্থত, চীন দেখছে, সে যে কোনদিন সরাসরি যুদ্ধের সম্মুখীন হতে পারে। যদিও দুনিয়াজোড়া যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির শক্তি এবং তার প্রতিরোধ ক্ষমতা আজ এত শক্তিশালী যে, বিশ্বযুদ্ধ লাগানো আমেরিকার পক্ষে অনেক অসুবিধা। হয়ত শেষপর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বযুদ্ধ লাগাতে সক্ষম হবে না, শুধুমাত্র স্থানীয় ও খণ্ডযুদ্ধের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ প্রচেষ্টা রূপ নিতে থাকবে এবং তারা আণবিক যুদ্ধের ধম্‌কি খাড়া করে রেখে ক্রমাগত দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে 'ব্ল্যাকমেইল' (blackmail) করে যাবে। কিন্তু, যতক্ষণ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদ একটি বিশ্বশক্তি হিসাবে অবস্থান করছে, ততক্ষণ যুদ্ধের কারণ এবং তার বাস্তব আশঙ্কা থাকবেই। ফলে, কোন বিপ্লবী দলই এই বিপদকে ছোট করে দেখতে পারে না, একে উড়িয়ে দিতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের আভ্যন্তরীণ বিরোধ, অনৈক্য ও নানা ভুলভ্রান্তির জন্য চীনের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ একদিন ঘটেই যেতে পারে, বিশেষ করে যেখানে সোভিয়েট রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান সংশোধনবাদী নেতৃত্ব বিভিন্ন দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তি আন্দোলন এবং এশিয়া ও আফ্রিকার নয়া স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির মধ্যে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে রোখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন এবং নিরবচ্ছিন্ন কুৎসার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে কোনদিন এরূপ ঘটে গেলে সেই অবস্থায় চীনের অভ্যন্তরে পার্টি ও জনসাধারণের মধ্যে যদি উপরোক্ত আদর্শগত দুর্বলতাগুলো বর্তমান থাকে, তবে সমগ্র জনতা সেদিন 'ওয়ান ম্যান' (এক মানুষ) হিসাবে সেই আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। বিশেষ করে চীনের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এইরকম আক্রমণ ঘটলে সেদিন যে কী অবস্থা দাঁড়িয়ে যেতে পারে, তা বলা যায় না। সেই অবস্থায় চীন সমস্ত দিক থেকে পরিবেষ্টিত হয়ে যেতে পারে; সমস্ত দুনিয়ার দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে যেতে পারে, এমনকী নয়া স্বাধীনতাপ্রাপ্ত স্বাধীন বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অনেকেই সাম্রাজ্যবাদের দালাল হয়ে গিয়ে কী কাণ্ড যে ঘটে যেতে পারে, তা বলা যায় না। যেসব ঘটনা একটার পর একটা এইসব নয়াস্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলিতে ঘটতে দেখা যাচ্ছে, তা লক্ষ্য করলে এই সম্ভাবনার কথাও একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। ভারতবর্ষ, যে কয়েক বছর আগে চীনের মিত্র ছিল, সে আজ অন্যরকম। বর্মা, কাল-পরশু পর্যন্ত যে চীনের মিত্র ছিল, আজ সে আমেরিকার দিকে মুখ ফেরাচ্ছে। ইন্দোনেশিয়া ওরকম হয়ে গেল। সে আজ প্রতিক্রিয়াপন্থী সাম্রাজ্যবাদী দালালদের কবলে। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিপ্লবী আন্দোলনগুলির শেষপর্যন্ত বিজয়ের সম্ভাবনা যেমন উজ্জ্বল, তেমনি আবার এই বিপদের দিকটাও একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। ফলে, এইরকম অবস্থায় যেখানে মার্কিন

সাম্রাজ্যবাদ খোলাখুলি ও অত্যন্ত নগ্নভাবেই তাদের 'কন্‌টেইনমেন্ট অফ চায়না পলিসি' (চীনকে অবরোধ করার নীতি) ঘোষণা করেছে এবং সুযোগ পেলেই যারা চীনকে দমন করার জন্য যে কোন অতর্কিত মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে, তার বাস্তব সম্ভাবনাও বর্তমান রয়েছে — সেখানে চীনকে এই সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ প্রতিহত করতে হলে ও চীন বিপ্লবকে রক্ষা করতে হলে পার্টির নেতৃত্বে দরকার হলে দেশের প্রতিটি মানুষকে শেষপর্যন্ত প্রাণপণ যুদ্ধ করতে হবে। সেক্ষেত্রে এই যুদ্ধের প্রাণশক্তি হবে পার্টি ও জনসাধারণের মধ্যে সুদৃঢ় রাজনৈতিক ও আদর্শগত ঐক্য। এইখানেই হচ্ছে বিপ্লবী চীনের 'ইন্‌ভিন্‌সিবল' (দুর্জয়) শক্তি। এই শক্তির জোরেই সে চ্যালেঞ্জ করছে, "দুনিয়ার কোন শক্তিই চীনকে ধ্বংস করতে পারবে না। যারা চীনকে ধ্বংস করতে আসবে, তারাই শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যাবে।" তাদের এই যে শক্তি — যে শক্তির জোরে তারা এত বড় কথা বলছে, তা হচ্ছে, সমগ্র জনসাধারণ ও পার্টির মধ্যে একটা সুদৃঢ় রাজনৈতিক ও আদর্শগত ঐক্য। ফলে, প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শের যে অবশিষ্ট আজও সমাজের অভ্যন্তরে আছে এবং নতুন করে যার অনুপ্রবেশ ঘটছে, যদি এইসবগুলিকে যথাসম্ভব দ্রুত নির্মূল করা না যায়, তাহলে যেগুলো আজ তেমন করে মাথা তুলতে পারছে না, বা কোথাও কোথাও মাথা তুললেও এখনই হয়ত তেমন ভয়ানক কিছু ক্ষতি করতে পারছে না, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, শাসন বিভাগে ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে কিছু কিছু বিপত্তি সৃষ্টি করছে মাত্র — এইসব আপাতদৃষ্ট নগণ্য ও তুচ্ছ জিনিসগুলিই কিন্তু সেদিন সেই দুঃসময়ে 'ইন্‌টারন্যাল সাবোটাজ' (অন্তর্ঘাতমূলক কাজ) এবং এমনকী গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত লাগিয়ে দিতে পারে, দেশের অভ্যন্তরে প্রতিবিপ্লব সৃষ্টি করে দিয়ে সমস্ত চীনের জনসাধারণকে 'ওয়ান ম্যান' হিসাবে দাঁড়াবার ক্ষেত্রে একটা বিরাট বাধার সৃষ্টি করতে পারে। এই বিষয়টিও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আরেকটি আশু প্রয়োজন হিসাবে তার সামনে দেখা দিয়েছে।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনের স্থায়ী সংগঠন সৃষ্টি করা

পঞ্চ মত, চীনবিপ্লব এবং চীনের সমাজব্যবস্থা যাতে ভবিষ্যতেও নানাধরনের সংশোধনবাদের বিষাক্ত প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে, তার জন্য লাগাতার সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালনার একটা স্থায়ী সংগঠন সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সমস্ত রকমের বুর্জোয়া ভাবধারার অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে, যা এখনও বিভিন্ন স্তরে পার্টি কর্মী এবং জনসাধারণের মধ্যে রয়েছে এবং সমাজের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে রয়েছে, পার্টি এবং জনসাধারণের মিলিত প্রচেষ্টায় তার বিরুদ্ধে একটা সংগ্রাম পরিচালনা করা প্রয়োজন। তাছাড়া মনে রাখতে হবে, রাশিয়ার সমাজে এবং বিপ্লবের এত বছর পরেও চীনের সমাজে দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট পদ্ধতিতে চিন্তায় অভ্যস্ত — এমন লোকের সংখ্যা আজও অত্যন্ত নগণ্য। যারা সাধারণভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কিছু বোঝেও, এরূপ অন্যান্যদের উপরেও মার্কসবাদ-লেনিনবাদের একটা ভাসাভাসা প্রভাব রয়েছে মাত্র। আবার সেই সমস্ত লোক — মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পদ্ধতিতে যারা চিন্তা-ভাবনা করে এবং কাজ করে, অর্থাৎ পার্টিটাকে ধরা হচ্ছে — তার মধ্যেও দেখা যাচ্ছে বুর্জোয়া মতাদর্শের 'কন্‌ফিউশনস্' (বিভ্রান্তি), আধুনিক সংশোধনবাদের প্রভাব। নতুন সমাজব্যবস্থার আপেক্ষিক স্থায়িত্ব এবং অগ্রগতি ও 'মেটিরিয়াল বেনিফিট্' (বৈষয়িক লাভ)-কে ভিত্তি করে সমাজের ব্যক্তিমানসের মধ্যে ব্যক্তিবাদ, অর্থাৎ, এক নতুন ধরনের ব্যক্তিবাদের লক্ষণ তারা দেখতে পাচ্ছে। এই যে ব্যক্তিবাদ, অর্থাৎ, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নতুনরূপে ব্যক্তিবাদের যে ঝোঁক দেখা যাচ্ছে, তার যথার্থ প্রকৃতি কী — সেটা তারা ধরতে পেরেছে কি পারে নি, তা আলাদা কথা। কিন্তু, এগুলো যে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আদর্শগত চেতনা, 'ইমোশান' (আবেগ) এবং 'ডেডিকেশান'-এর বিরোধী — অন্তত ব্যক্তিবাদের এই প্রকৃতিটা তারা ধরতে পারেছ, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। কাজেই একে দূর করাও একটা অবশ্য প্রয়োজন।

শ্রমিক ও জনসাধারণের মধ্যে ঢিলেঢালা মনোভাব দূর করা

ষষ্ঠত, আজ চীন বিপ্লবের যারা প্রাণকেন্দ্র এবং শক্তি, অর্থাৎ কমিউনিস্টরা এবং অন্যান্য যে সমস্ত কর্মীরা সারা দেশের মধ্যে মিলিটারি থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক জগতে এবং উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত, তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সেই যৌথ নেতৃত্বের 'কংক্রিটাইজ্‌ড এক্সপ্রেশন' (বিশেষীকৃত রূপ) হচ্ছেন মাও সে-তুং। মাও সে-তুং সহ দলের অন্যান্য প্রায় সমস্ত পুরানো অভিজ্ঞ নেতাদেরই বয়স সত্তর বছরের ঊর্ধ্বে। এঁরা জানেন, এঁরা যেদিন মারা যাবেন — সবাই অল্প কয়েক বছরের ব্যবধানেই মারা যাবেন

— এটা একটা কঠিন সত্য এবং এই বিষয়টিও চীন কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের একটি বিশেষ উদ্বেগের কারণ। কারণ, যতক্ষণ মাও সে-তুং এবং এই সমস্ত পুরানো, অভিজ্ঞ ও শক্তিশালী নেতারা রয়েছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত হয়ত বিপদ তেমন আকারে দেখা নাও দিতে পারে। কিন্তু এঁদের অনুপস্থিতিতে গুরুতর বিপদের আশঙ্কাকে কোনমতেই লঘু করে দেখা চলে না। মনে রাখতে হবে, জনসাধারণ অনেক সময়েই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, নেতৃত্বের উপর আস্থা স্থাপন করে কাজ করে। যেমন ধরুন, এই যে সোভিয়েট ইউনিয়নে এত কাণ্ড ঘটে গেল, এ তো আর হঠাৎ করে একদিনে হয়নি। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বৈষয়িক উন্নতির সাথে তাল রেখে ক্রমাগত চিন্তার বিকাশ ও সাংস্কৃতিক মানকে উন্নত করতে না পারার ফলে সমাজের চিন্তাগত ও সংস্কৃতিগত মান অনুন্নত স্তরে থাকার ঘটনাটিই মুখ্যত সমাজ অভ্যন্তরে ধীরে ধীরে সংশোধন-বাদের জমি তৈরি করেছে। অথচ দেখুন, এই যে চিন্তার ক্ষেত্রে এতখানি অনুন্নত মান সোভিয়েট জনসাধারণের মধ্যে বর্তমান ছিল, তবুও কিন্তু এটা স্ট্যালিনের চিন্তা-ভাবনা ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব ও তাঁর সুশৃঙ্খল ও লৌহদৃঢ় পরিচালনার ফলে তার বিষময় প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি। ফলে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি ততক্ষণ পর্যন্ত নানাসময়ে কিছু ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও মূলত 'প্রোলেটারিয়ান ভ্যানগার্ড' (শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রদূত) হিসাবে কাজ করে গেছে। অথচ, একটি শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অভাবে গোটা পার্টিটা কীভাবে এবং জনসাধারণ কীভাবে নানান পচা চিন্তা এবং ধারণার শিকার হয়ে গেল। ফলে, দেখা যাচ্ছে, সময়মত সতর্ক না হলে এরূপ ঘটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এর থেকে শিক্ষা চীনের নেতৃত্বও পেয়েছে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকে যে জিনিষটা খুবই ভাবাচ্ছে, তা হল, বিপ্লবের পরে এই যারা দলে দলে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিচ্ছে এবং ইতিমধ্যেই যাদের অনেকে পার্টির এবং রাষ্ট্রের অনেক দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁদের বিপ্লবী রাজনৈতিক চেতনার মান উন্নত করার সাথে সাথে যদি আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক মানেরও যথেষ্ট উন্নতিসাধন করা না যায় এবং জনসাধারণের মধ্যেও প্রোলেটারিয়ান সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটা নতুন জোয়ার সৃষ্টি করা না যায়, তাহলে যখন মাও সে-তুং সহ অন্যান্য কিছু অভিজ্ঞ নেতার অনুপস্থিতি ঘটবে, তখন সোভিয়েট ইউনিয়নের মত একইভাবে চীনেও সংশোধনবাদের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে।

এছাড়াও আজকের পরিস্থিতিতে চীনকে নানা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যেমন, চীনের আভ্যন্তরীণ নানা সমস্যার আশু সমাধানের প্রয়োজন, বাইরের শক্তিগুলোর আচরণের দ্বারা যে সমস্ত সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে তার মোকাবিলা করা এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির চীনকে দমন করার নীতির বিরুদ্ধে চীনের সমস্ত মানুষকে 'ওয়ান ম্যান' (এক মানুষ) হিসাবে দাঁড় করাবার জন্য কার্যকরী শিক্ষাদান। এর উপরে রয়েছে দেশের অভ্যন্তরে আজ — সোভিয়েট সাহায্য তো দূরের কথা, বরঞ্চ সোভিয়েট সংশোধনবাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমস্ত প্রকার বাধার বিরুদ্ধে ও নানাদিক থেকে নানা অর্থনৈতিক অবরোধের বিরুদ্ধে — সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সুসম্পন্ন করা। ফলে, তার অর্থনীতিকে আরও পাকাপোক্ত, আরও সংহত করে তার দ্রুত অগ্রগতি ঘটাতে হলে জনসাধারণ ও পার্টির মধ্যে রাজনৈতিক লাইন ও আদর্শের ভিত্তিতে একটা সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলা এখনই দরকার এবং সমস্ত জনসাধারণের মধ্যে একটা বিপ্লবী 'ডেডিকেশন' (একনিষ্ঠা) -এর মনোভাব গড়ে তোলা দরকার। তা না হলে, বিপ্লব পরবর্তী সময়ে সমাজ অভ্যন্তরে আপেক্ষিক স্থায়িত্বের ফলে একধরনের 'লেজে ফেয়ার' (ঢিলেঢালা) মনোভাব শ্রমিকদের মধ্যে, বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণের মধ্যে দেখা দিতে পারে এবং এরূপ অবস্থায় চীনের অর্থনীতির দ্রুত অগ্রগতি সাধন সম্ভব নয়।

বিপ্লবী আন্দোলনের স্বার্থে উন্নত অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি অর্জন করা

সপ্তমত, আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবের মূল প্রাণকেন্দ্র হিসাবে চীন আজ নিজেকে ভাবছে। কাজেই উন্নত স্তরের সামরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ভিত্তির উপর 'ওয়ান ম্যান' হিসাবে তার দাঁড়ানো এবং ক্রমাগত তার শক্তিবৃদ্ধি যেমন আণবিক যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির পক্ষে একটা গ্যারান্টি, তেমনি দুনিয়াব্যাপী দেশে দেশে সমস্ত বিপ্লবী আন্দোলনগুলিকে সক্রিয় সাহায্য ও শক্তি যোগানোর ক্ষেত্রে তা আজ চূড়ান্ত প্রয়োজন। ফলে, শুধুমাত্র তার আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে, নিজস্ব অর্থনীতির প্রয়োজনে, জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনেই এতবড় একটা সাংস্কৃতিক বিপ্লব দেখা দেয়নি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনগুলিকে সে সাহায্য যোগাতে চাইছে, তার প্রয়োজনকেও পরিপূরণ করতে গেলে চীনের পক্ষে আজ অত্যন্ত দ্রুত উন্নত অর্থনৈতিক ভিত্তিস্থাপন এবং সামরিক শক্তি অর্জন করা একান্ত দরকার। এই ব্যাপারে চীনের

যত দ্রুত সম্ভব প্রায় সোভিয়েট ইউনিয়নের স্তরে চলে আসা দরকার। কারণ, কথাটা অদ্ভুত শোনালেও সত্য যে, শোধনবাদী সোভিয়েট নেতৃত্বের ভূমিকার জন্যই অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে সোভিয়েটের শ্রেষ্ঠত্ব এ ব্যাপারে আজ অনেকখানি ক্ষতি করছে। চীন এবং সোভিয়েটের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষমতার যে ব্যবধান বর্তমান রয়েছে, তা পূরণ করতে পারলে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের এই দুরবস্থা কাটানো অনেক সহজতর হবে এবং অন্যান্য দেশগুলিকে, বিশেষ করে, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলিকে এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের নেতৃত্বকারী শক্তিগুলিকে বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে সন্নিবেশিত করা তার পক্ষে সম্ভব হবে। কারণ, অর্থনৈতিক দিক থেকে তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে থাকার জন্য, জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের সমস্ত রকম অর্থনৈতিক সাহায্যকে ছাপিয়ে, এই সমস্ত দেশকে অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে তাদের কার্যকরীভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে টেনে আনা চীনের পক্ষে আজও সম্ভব হচ্ছে না। অনুন্নত দেশগুলি সোভিয়েটের অর্থনৈতিক সাহায্যের উপর আজ অনেকখানি নির্ভরশীল এবং এই কারণেই সংশোধনবাদী সোভিয়েট নেতত্বের প্রভাব এদের উপর আজও বর্তমান। চীন যদি অনুরূপ অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা দ্রুত অর্জন করতে পারে, তাহলে যে সমস্ত দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে প্রকৃত ভূমিকা আছে, তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং সংশোধনবাদী সোভিয়েট নেতৃত্বের প্রভাব থেকে মুক্ত করে তাদের দুনিয়াজোড়া সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে সরাসরি টেনে আনতে পারে।

সামরিক বাহিনীর মধ্যে প্রোলটারিয়ান রাজনীতির চর্চা অব্যাহত রাখা

অষ্টমত, চীনের সামরিক বাহিনীর একাংশের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের আধুনিক সামরিকবাহিনীর সাথে সমতা আনবার উদ্দেশ্যে দ্রুত অস্ত্রশস্ত্রের যন্ত্রীকরণ ও সৈন্যবাহিনীর আধুনিকীকরণের প্রবণতা প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল ;যার ফলে প্রোলেটারিয়ান রাজনীতির চর্চার দ্বারা সামরিক বাহিনীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার মান ক্রমাগত উন্নত করার প্রয়োজনকে তারা প্রায় গৌণ করে ফেলেছিল। এটাও চীনের নেতৃত্বকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল। সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের ক্রমাগত যুদ্ধ হুঙ্কারের সামনে অস্ত্রশস্ত্রের দ্রুত আধুনিকীকরণ ও চূড়ান্ত অগ্রগতির প্রয়োজনীয়তাকে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নেতৃত্ব বিন্দুমাত্র কম বলে মনে করছেন না, বরং সেক্ষেত্রে তাঁদের প্রচেষ্টা এবং এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে এত অল্প সময়ের মধ্যে চীনের বিস্ময়কর অগ্রগতি দুনিয়ার বিভিন্ন শক্তিগোষ্ঠীকে হতচকিত করে দিয়েছে। কিন্তু, অস্ত্রশস্ত্রের যত অগ্রগতিই ঘটুক না কেন, প্রোলেটারিয়ান রাজনীতি এবং বিপ্লবের প্রেরণায় সমাজতান্ত্রিক দেশের সৈন্যবাহিনী যদি উদ্বুদ্ধ না থাকে, তাহলে শেষপর্যন্ত বুর্জোয়া দেশের ভাড়াটে সৈন্যবাহিনীর সাথে তার চরিত্রগত কোন পার্থক্যই থাকবে না। কারণ, বিপ্লবের প্রেরণা এবং প্রোলেটারিয়ান রাজনীতি ও সংস্কৃতির চর্চার দ্বারাই একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশের সৈন্যবাহিনী অমোঘ শক্তির অধিকারী হতে পারে — যে শক্তির মোকাবিলা করা কোন বুর্জোয়া রাষ্ট্রের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যবাহিনীর পক্ষেই সম্ভব নয়। ফলে, সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রলেটারিয়ান বিপ্লবী রাজনীতির চর্চার চাইতে যদি অস্ত্রশস্ত্রের কারিগরি উন্নতির দিকেই অধিকতর ঝোঁক বাড়তে থাকে, তাহলে বিপ্লবের প্রয়োজনে সামরিক বাহিনীর মধ্যে যে 'ডেডিকেশান'-এর মনোভাব ছিল, তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে এবং যার লক্ষণ ইতিমধ্যেই কিছু কিছু প্রতিফলিত হচ্ছিল। ফলে, জনগণের সঙ্গে সামরিকবাহিনীকেও জড়িত করে এই মারাত্মক ঝোঁক এবং মানসিকতা থেকে সামরিকবাহিনীকে মুক্ত করাও এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আরেকটি অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য।

বুদ্ধিজীবী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের আদর্শগত মান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা

নবমত, এই সংগ্রাম থেকে বৈজ্ঞানিকদের, বুদ্ধিজীবীদের ও 'টেক্‌নোক্র্যাট'দের — যারা নানাভাবে সামাজিক অগ্রগতিতে সাহায্য করছে, যাদের সত্যিকারের 'কন্ট্রিবিউশন' (অবদান) আছে সমাজ অগ্রগতির ক্ষেত্রে — তাদের কাউকেই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে না। কারণ, সমাজে তাদের যে বিশেষ স্থানটি রয়েছে তার জন্য এবং তাদের কাজের মারফত সমাজের সমস্ত স্তরের জনসাধারণের উপর তাদের যে প্রভাব পড়ে তার ফলে, তারা অতি সহজেই জনতার সামনে 'হিরো' বনে যায়। সমাজের উপর বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব অসাধারণ। কাজেই তাদেরও সংস্কৃতিগত এবং দুনিয়া সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। তাদেরও চিন্তাভাবনা এবং আদর্শগত মান সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের

এই প্রয়োজন, তার অগ্রগতি ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া অবশ্য প্রয়োজন। চীনের সমাজব্যবস্থায় পার্টি ও রাষ্ট্রে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি যারা, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যারা নানা দায়দায়িত্ব বহন করছে, তাদের চিন্তাগত মানের যে প্রতিফলন ঘটছে — তা তার পক্ষে যথেষ্ট নয়, সঙ্গতিপূর্ণ নয়। সুতরাং এই সমস্ত অসঙ্গতি ও ঘাটতি দূর করার প্রয়োজন আছে, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নির্মূল করার প্রয়োজন আছে। ফলে, উপরোক্ত এই সমস্ত কারণগুলো মিলেই সাংস্কৃতিক বিপ্লব। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এই সংগ্রাম পার্টির অভ্যন্তরে, শাসন ব্যবস্থার অভ্যন্তরে, শাসন পদ্ধতির প্রকৃতিতে, কাজের পদ্ধতিতে, শিক্ষার পদ্ধতিতে, এমনকী জ্ঞানতত্ত্ব এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সর্বত্রই ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে সমস্তরকম প্রতিক্রিয়াশীল ভাবনাধারণাকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দেওয়ার সংগ্রাম।

বর্তমান সাংস্কৃতিক বিপ্লব দুনিয়ার সমস্ত কমিউনিস্টদের কাছে শিক্ষণীয় বিষয়

এখন, এতদিন ধরে যে পদ্ধতিটা চলে এসেছে সেটা হল, প্রথমে পার্টির অভ্যন্তরে সংগ্রাম শুরু করা, সেই অনুযায়ী পার্টি বডিগুলোতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং সেইমত জনগণকে শিক্ষিত ও উদ্বুদ্ধ করা। এটাই পুরানো পদ্ধতি। সেখানে আমি বলব, মাও সে-তুং একটা 'ম্যাগনিফিসেন্ট', 'ব্রিলিয়ান্ট' সাংগঠনিক সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। সমস্ত দুনিয়ার কমিউনিস্টদের এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার অছে। রাশিয়াতেও মতামতের সংঘর্ষ হয়েছে। কিন্তু, তা পার্টির অভ্যন্তরেই ঘটেছে। তাতে জনসাধারণের মনে নানাধরণের 'অ্যাপ্রিহেন্শন্স্' (আশঙ্কা এবং সন্দেহের মনোভাব) থেকেই যায়, তাদের স্পর্শ করা যায় না। তারা একটা সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণার ভিত্তিতে 'ওয়ান ম্যান' হিসাবে পার্টির পেছনে এসে দাঁড়ায় না। কখনো কখনো হয়ত দাঁড়ায়, কিন্তু তা হয় নেতৃত্বের প্রভাবে, অথবা জবরদস্তির অধীনে, অথবা ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা পরিচালিত হয়ে, অথবা অসচেতন কোন অন্ধ আবেগের বশবর্তী হয়ে। আর, জনতার মনে — পার্টির অভ্যন্তরে কী ঘটছে — এই সম্বন্ধে আশঙ্কা এবং সন্দেহ থাকলে, সঙ্কটকালে তাকে কেন্দ্র করেই প্রতিক্রিয়াশীল ও পার্টিবিরোধী শক্তিগুলো জনতার ঐক্যে বিভেদ এনে দেওয়ার চেষ্টা করে এবং তার দ্বারা বিপদগ্রস্ত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। ফলে, দুঃসময়ে এগুলো কোনটাই রক্ষা করে না। সেই দুঃসময়ে বিপ্লবকে একমাত্র রক্ষা করতে পারে, যদি অন্তত ন্যূনতম কতকগুলো ক্ষেত্রে জনগণের সঙ্গে পার্টির রাজনৈতিক ও আদর্শগত স্তরে একটা সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে ওঠে। ফলে, পার্টির মূলনীতিগুলির সপক্ষে জনগণকে ক্রিয়া করানো, পার্টির নেতৃত্বে জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করানোর জন্য জনগণের চেতনা সেই স্তরে নিয়ে আসা দরকার। এই কাজটি করতে হলে লাগাতার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে জনগণকে নিয়োজিত করতে হবে, জনগণকে সরাসরি 'ডিবেট' (বিতর্ক) -এ অংশগ্রহণ করতে দিতে হবে। অথচ, এর মধ্যে মারাত্মক বিপদের আশঙ্কা আছে। কিন্তু, সে বিপদের ঝুঁকি নিতে পারে একমাত্র সবদিক দিয়ে শক্তিশালী একটা কমিউনিস্ট পার্টি — যে পার্টি সরকারি ক্ষমতায় আছে, যে পার্টি রাষ্ট্র পরিচালনা করছে, যে মিলিটারি কন্ট্রোল করছে, যে আইনকানুন নিয়ন্ত্রণ করছে, এবং এমনকী জনগণের সর্বস্তরের কর্মক্ষেত্রে যার জালের মত সংগঠন ছড়িয়ে আছে। এই ধরনের একটি শক্তিশালী পার্টিই এই ধরনের প্রকাণ্ড একটি কর্মকাণ্ডের ঝুঁকি নিতে পারে এবং সেই ঝুঁকি চীনের কমিউনিস্ট পার্টি নিয়েছে। এই কাজের মধ্যে যথেষ্ট বিপদের আশঙ্কা থাকলেও তারা কিন্তু ভীত হয়নি। সমস্ত জনসাধারণকে পার্টি নেতাদের এবং নানান কর্তৃত্বপদে যাঁরা আছেন, তাঁদের সকলকেই খোলাখুলি সমালোচনার অধিকার দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ দেওয়ার বিপত্তি এবং ঝুঁকি যে পার্টিটা নিচ্ছে, সেটা একটা এলেবেলে পার্টি নয়। এতে বিপদ ঘটতে পারে জেনেশুনেই তারা এই ঝুঁকি নিচ্ছে। যে জনগণকে জাগানো হল, সরাসরি আলোচনা ও সমালোচনার অধিকার দেওয়া হল, সেই জনগণই খেপে উঠে যে নেতৃত্ব তাদের জাগিয়েছে, তারই বিরুদ্ধে উল্টোপাল্টা কাজ করতে পারে। সেজন্য সমস্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া জনগণকে আন্দোলনের মধ্যে টেনে এনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালনা করলে তাতে কিছুটা যে বাড়াবাড়ি হতে পারে, সে সবকিছুই ভাবা হয়েছে। কিন্তু বাড়াবাড়ি হচ্ছে বা হতে পারে — এই অজুহাতে আন্দোলনের জোয়ারের গতিরোধ করা বা আন্দোলনের উদ্দেশ্য এবং মূল লক্ষ্য সম্পর্কে জনসাধারণকে নিরুৎসাহিত করা কোনমতেই চলবে না। যেখানে বাড়াবাড়ির ফলে অপরাধমূলক ক্রিয়াকাণ্ড হবে, সেখানে আইন তাদের শাস্তি দেবে — সেকথা স্পষ্টভাবে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এসব করতে গিয়ে যারা সম্পত্তি, ঘরবাড়ি পোড়াবে, লুট করবে, হত্যা করবে বা এই ধরনের অপরাধমূলক কাজ করবে — আইন তাদের শাস্তি

দেবে। কিন্তু, ঘটনাগুলোকে উপলক্ষ করে কোন মতেই মূল সাংস্কৃতিক আন্দোলন বন্ধ করা চলতে পারে না।

নেতৃত্বকেও জনতার সমালোচনার সামনে দাঁড়াতে হবে

এই আন্দোলন যখন শুরু হয়েছে তখন পার্টি নেতারা, এমনকী যে নেতারা সঠিক পথে চলছেন, তাঁরা পর্যন্ত জনগণের দায়িত্বহীন সমালোচনার সামনে পড়ে বিব্রত বোধ করতে পারেন। কিন্তু, তাতে তাঁদের বিব্রত হওয়া বা মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হওয়া চলবে না। সেজন্য সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সামনে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সমালোচনায় ভীত না হবার জন্য বারবার বলা হয়েছে। জনসাধারণ সঠিকভাবে সমালোচনা করতে পারে, ভুলভাবেও সমালোচনা করতে পারে। তার দ্বারা বিভ্রান্ত হবে এবং ভীত হবে একমাত্র তারাই, যারা সত্যিকারের প্রোলেটারিয়ান ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ বিপ্লবী নয়। সত্যিকারের বিপ্লবীদের সমালোচনায় ভীত হবার কারণ নেই। জনগণের কাছ থেকে তাদের গোপন করার কিছু নেই। যদি কিছু গোপন করার থাকে, তবে তা হল দল সম্পর্কে, বিপ্লব সম্পর্কে। ব্যক্তিগতভাবে তাদের এমন কিছু থাকতে পারে না, যা জনতার কাছ থেকে গোপন করতে হবে। অনেক সময় গোপন রাখতে হয়, যখন দল মনে করে গোপন রাখা দরকার। দল এখানে মনে করছে, প্রকাশ্যভাবে সমালোচনা হবে। সুতরাং এ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে কিছু মনে করার ব্যাপার নেই, ভীত হবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। যেমন, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্যেই এক সময় একটা রব উঠে গিয়েছিল। একথা সবাই জানে যে, মাও সে-তুংয়ের উদ্যোগেই এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব চীনে গড়ে উঠেছে। এর সমস্ত ঘোষণাটাই মাও-এর চিন্তা। অথচ, একসময় কিছু লোক — হতে পারে তারা বিরুদ্ধশক্তি — প্রচার শুরু করেছিল যে, মাও ধনী কৃষকের সন্তান, অতএব মাও বুর্জোয়া। মাও সে-তুং কিন্তু এর দ্বারা মোটেই বিভ্রান্ত হননি এবং বিব্রত বোধ করেননি। বরঞ্চ , তিনি এই প্রচারে নিজেই সম্মতি দিয়েছেন। কারণ, এটা চাপা থাকলে প্রশ্নটা অমীমাংসিতই থেকে যায়। আর, এটা প্রকাশ পেলে এই প্রশ্নের ভুল 'পোজিং'টা (উপস্থাপন) , অর্থাৎ এই ধরনের প্রশ্ন মনে উদয় হওয়ার মধ্যে কোথায় ভুল রয়েছে, সেটা দেখাবার সুযোগ পাওয়া গেল। ফলে, প্রশ্নটার যখন মীমাংসা হল, যখন এ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা গড়ে উঠল, তখন ভাল 'ক্ল্যারিটি' (স্বচ্ছ ধারণা) হল। আর চাপা দিলে অথবা তালগোল করে বোঝাবার চেষ্টা করলে ফল যা দাঁড়ায় — তা হল, পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে হয়ত মেনে নেয়, কিন্তু মনের ভিতর প্রশ্ন কোন না কোন রূপে রয়েই যায়। এইরূপ ঘটলে বোঝার মধ্যেও অন্ধতা এবং যান্ত্রিকতা থেকেই যায়। কাজেই দলের প্রত্যেকটি বিপ্লবী কর্মীর কাজ হবে প্রোলেটারিয়ান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এই আন্দোলনের সক্রিয় কর্মীদের সাথে একযোগে জনগণের সঙ্গে মিলেমিশে জনগণের মধ্যে যে সমস্ত ত্রুটি রয়েছে, তা দূর করতে সাহায্য করা এবং তাদের নিজেদের মধ্যেও কোন ত্রুটি থাকলে এই প্রক্রিয়ার দ্বারা জনগণও তা দূর করতে সাহায্য করবে। এইভাবে জনগণকে সক্রিয় করে পার্টি এই আন্দোলন পরিচালনা করবে এবং পার্টি এই আন্দোলনকে পার্টির নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই রাখতে সক্ষম হবে। প্রথমে ভাবাই হয়নি যে, মিলিটারি অপারেশনে আসবে। কিন্তু, শেষে ১১তম প্লেনারি সেশানে বলা হয়েছে, দরকার হলে মিলিটারিকে পর্যন্ত অংশগ্রহণ করতে হবে। মিলিটারির মধ্যেও মতপার্থক্য রয়েছে। তাছাড়া এই আন্দোলন মারাত্মক সংঘর্ষমূলক রূপ নিলে তাকে নিয়ন্ত্রিত করতেই হবে। ফলে, একদিকে এই আন্দোলন সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করতে হবে, দরকার হলে নিয়ন্ত্রণও করতে হবে — কিন্তু, জনগণের অংশগ্রহণের এই চরিত্রকে নষ্ট হতে দেওয়া কোনমতেই চলবে না। এই হল মূল বক্তব্য।

বৃহত্তর জনগণকে জড়িত করে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা

এখন বিচার্য বিষয় হচ্ছে, দেশের সমস্ত স্তরের জনসাধারণকে এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত করে এইভাবে চীনের পার্টি এগোতে গেল কেন? কারণ, এর দ্বারা নেতা থেকে শুরু করে পার্টি কর্মী এবং জনসাধারণ প্রত্যেকেই ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত হবার সুযোগ পাবে। চীনের বর্তমান নেতৃত্ব সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামোটিকে একটা স্থায়ী রূপ দিতে চাইছেন। ফলে, এ জিনিস চলবে। আজ যে সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এই আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে, ভবিষ্যতে সমস্যাগুলি যখন নতুন ধরনের হবে, তখন ভবিষ্যতের আন্দোলনের সামনে বিষয়বস্তুগুলোও পাল্টাবে। কিন্তু, জনগণকে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিয়ে আন্দোলনের হাতিয়ার গড়ে তোলার যে পদ্ধতি চীন গ্রহণ করেছে, তাকে নিরুৎসাহিত করা হবে না। এটা নতুন জিনিস।

যে কোন পদ্ধতিতেই এই আন্দোলন করা হোক্ না কেন, জনগণকে অংশগ্রহণ করিয়ে করলে — তাতে আমরা মনে করি, ভুল থাকার সম্ভাবনা কম। আর, যদি ভুল নাও থাকে, জনগণ অংশগ্রহণ না করলে তাদের মধ্যে নানাধরনের অমূলক সন্দেহ থেকেই যায়। কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সঠিকভাবে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও জনসাধারণ নিজেদের মত করে মনে করে, হয়ত সে ব্যক্তিকে ষড়যন্ত্র করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর, এখানে জনগণ অংশগ্রহণ করলে অবস্থা কী দাঁড়ায় — হ্যাঁ, এখানেও মনে করতে পারে, ষড়যন্ত্র আছে — কিন্তু, এখানে খোলাখুলি বিতর্কের অবকাশ আছে। একদল বলছে, ষড়যন্ত্র আছে;আর একদল বলছে, ষড়যন্ত্র নেই। ফলে, একটা বিতর্ক চলছে, স্বচ্ছ ধারণা গড়ে উঠছে। বহু যুক্তি নতুন করে গড়ে উঠছে। বহু ডকুমেন্ট উপস্থাপিত করা হচ্ছে। বিপক্ষ দল, নানা দল উপস্থিত করছে। সেইজন্যই সাংস্কৃতিক বিপ্লব চলার সময় যারাই বিরুদ্ধে বলছে, তাদেরই নির্বিচারে শত্রু হিসাবে মনে করতে বারণ করা হয়েছে। আবার একই সঙ্গে বিরোধীমাত্রই শত্রু নয়, এই চিন্তার সুযোগ নিয়ে যারা সত্যসত্যই শত্রু, তারাও পার পেয়ে যেতে পারে — এই বিপদ সম্পর্কেও পার্টি হুঁশিয়ারি দিয়েছে। সুতরাং কারা যথার্থ শত্রু — আর, কারা বুর্জোয়া ভাবাদর্শের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে বা এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শত্রুর মত ব্যবহার করছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ — তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে হবে এবং শত্রুদের বিচ্ছিন্ন করতে হবে সাধারণ মানুষ থেকে — এইজন্যই এটা দরকার। ফলে, এই সংঘর্ষের পর শেষপর্যন্ত যখন একটা ঐক্য গড়ে উঠবে, সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যানধারণা থেকে মুক্ত হয়ে যে ঐক্য হবে — সেই ঐক্য হবে খানিকটা আপেক্ষিক অর্থে হলেও পাকাপোক্ত, স্বচ্ছ 'আন্ডারস্ট্যান্ডিং' (বোঝাপড়া)-এর ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তির ঐক্য, জনগণ এবং পার্টির ঐক্য, পার্টি কর্মী ও নেতৃত্বের মধ্যে ঐক্য। ফলে, বর্তমান পরিস্থিতিতে এই অবস্থায় অন্তত এইটাই একমাত্র গ্যারান্টি।

এখন কেউ মনে করতে পারে, জনগণকে অংশগ্রহণ করিয়ে এটা করতে গেলে পার্টির অসুবিধে হবে। কী অসুবিধে হবে? না, ব্যাপক গণ্ডগোল হবে। কিন্তু গণ্ডগোল হলেও চীনকে যদি আজ তার বাইরের এবং ভেতরের সমস্যাগুলির সমাধান করতে হয়, জনসাধারণের মধ্য থেকে সমস্ত সন্দেহ দূর করতে হয়, জনগণের সাথে পার্টির রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক চেতনার মানের ভিত্তিতে একটা ঐক্য সাধন করতে হয়, তাহলে এর দরকার আছে। তা না হলে ওপর থেকে যতই প্রচার করা হোক্ না কেন, জনগণের এই উদ্যোগ আসবে না। জনতা নিজেই সংগ্রাম করে নিজেই আয়ত্ত করে শেখবার সুযোগ পাবে না। হয়ত শুনে যাবে, মেনে যাবে, কিন্তু তা অন্ধভাবে। আর, এখানে বিতর্কের, সংঘর্ষের সুযোগ আছে বলে খোলাখুলি বলবে। মনের মধ্যে সন্দেহ পোষণ করে তা গোপন করে রাখবে না।

তাহলে দেখা গেল, পার্টির সাথে জনগণের, তাদের ভাষাতেই শতকরা ৯৫ ভাগ লোকের একটা ঐক্য, আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্য — তারা এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আনতে চাইছে। আর, এই ঐক্য আনতে চাইছে বিভেদকে-বৈচিত্র্যকে সংগ্রামের মধ্যে টেনে এনে। ফলে, পদ্ধতির দিক থেকে একে খুব বিজ্ঞানসম্মত বলেই মনে হচ্ছে। এখানে শুধু একটিমাত্র প্রশ্ন — এই বিপ্লবকে সঠিক পথে পরিচালিত করা কি সম্ভব হবে? নাকি, এটা একটা মারাত্মক পরিণতিতে পর্যবসিত হবে? চীনের পার্টি সাহসের সাথে এ কাজ গ্রহণ করেছে এবং চীন যেভাবে এই বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এই বিরাট কাণ্ডটি সমাধা করছে, আমি আবার বলব, এটা 'ম্যাগ্‌নিফিসেন্ট'। দুনিয়ার সর্বত্র যেখানেই কমিউনিস্টরা লড়াই করছে, তাদের সকলের কাছেই এটা একটা শেখবার বিষয়।

বিচ্যুতি মানেই মৌলিকভাবে বিরুদ্ধ শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়া নয়

এখন এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ত্রুটি এবং বিচ্যুতি নিয়ে কতকগুলো প্রশ্ন উঠেছে। যেমন, তাদের 'অ্যাপ্রোচ্' (যুক্তিভঙ্গি)-এর মধ্যে খানিকটা যান্ত্রিকতার ঢং রয়েছে, যার মধ্যে 'সাবজেক্‌টিভিজম্' (অবাস্তব আত্মগত চিন্তাপদ্ধতি)-এর বিপদও খানিকটা নিহিত রয়েছে। আগের থেকে সে সম্পর্কে সচেতন না হলে সে সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই যান্ত্রিকতার প্রকৃতি কী, তা আমি পরে আলোচনা করব। কিন্তু, অনেকে মনে করছেন, এই যান্ত্রিকতার প্রভাব যখন রয়েছে, তখন চীনের পার্টি মার্কসবাদ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। না। হতে পারে এবং হয়ে গেছে — এই দুই-এর মধ্যে একটা 'নোডাল পয়েন্ট' আছে। যেমন, বিচ্যুতি মানেই মৌলিকভাবে বিরুদ্ধ শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়া নয়। কোথাও বিচ্যুতি ঘটেছে, মানেই তৎক্ষণাৎ

তা প্রতিবিপ্লবী শক্তিতে পরিণত হয়ে গেছে — এরকম সিদ্ধান্ত হতে পারে না। বিচ্যুতি ঘটতে ঘটতে একটা পয়েন্ট আছে, যেখানে গেলে সে প্রতিবিপ্লবী হয়ে যায়। সাধারণভাবে চিন্তার অনুন্নত মান ও বিশেষ করে সর্বোচ্চ নেতৃত্ব ও কর্মীদের মধ্যে এবং দলের কর্মী ও জনসাধারণের মধ্যে চিন্তার মানের যে বিরাট ব্যবধান আজও রয়েছে, বর্তমানের এই যান্ত্রিক পদ্ধতি তারই ফলশ্রুতি। কাজেই এই যান্ত্রিক পদ্ধতি আজ যতটুকু আছে, তা যদি চীনের কমিউনিস্ট পার্টি দূর করতে না পারে, তাহলে একদিন 'সাবজেক্টিভিজম্-এর প্রভাব বৃদ্ধি পেয়ে তা বহু বিপত্তির সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু, বিচ্যুতি হয়ে গেছে — একথা বললে তা ঘটনা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সেজন্য, চিন্তাপদ্ধতি ভুল — একথা আমি বলছি না। আমি যা বলছি, তা হচ্ছে চিন্তাপদ্ধতিটা ঠিক থাকলেও চিন্তার অনুন্নত মান পরিলক্ষিত হচ্ছে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু, চিন্তার ক্ষেত্রে অনুন্নত মান রয়েছে বলেই যদি তাকে সাধারণীকৃত করে ধরে নেওয়া হয় যে, সর্বত্রই চিন্তার মানের এই অনুন্নত দিক আছে, তাহলে ভুল করা হবে। যেমন, চিন্তাগত মানের কতকগুলো ক্ষেত্রে আমরা কিছু কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করছি। আবার, অন্যদিকে দেখছি জনসাধারণের মধ্যেকার নানারূপ বিভ্রান্তি, অমূলক আশঙ্কা ও সন্দেহ দূর করে সমগ্র জনতাকে একটা সমষ্টিগত, সচেতন, রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে দাঁড় করাবার জন্য এই আন্দোলনে তাদের সরাসরি অংশগ্রহণ করিয়ে যে বিরাট কাজ তারা সম্পন্ন করছে, তা মার্কসবাদী আন্দোলনের মধ্যে সমালোচনা-আত্মসমালোচনার প্রচলিত পুরানো রীতির বদলে একটি বলিষ্ঠ ও নতুন পদক্ষেপ এবং এই অর্থে 'ইউনিক' (অভূতপূর্ব) এবং 'ম্যাগ্‌নিফিসেন্ট' (মহান) — তা মানতেই হবে।

আমরা অনেক আগেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে আদর্শগত বিরোধ চলছে, তার সংগ্রাম পদ্ধতি কী হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'এ্যান অ্যাপিল টু দি লিডারস অফ দি ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিস্ট মুভমেন্ট' লেখায় বলেছি, আদর্শগত ও মূল নীতিগত প্রশ্নে সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে পার্টি কর্মী, জনগণ এবং শ্রমিকশ্রেণীকে নিয়েই এ সংগ্রাম পরিচালনা করা উচিত। এ বিষয়ে আমি ১৯৬৩ সালে ঐ লেখায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবেই সর্বপ্রথম এই নীতির বাস্তব প্রয়োগ চলছে। এত সত্বর এরূপ ব্যাপকভাবে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যে এই নীতি বাস্তবে প্রয়োগ করবে, সত্যি কথা বলতে কী, এতটা আমিও আশা করিনি। এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্যে কতকগুলো ক্ষেত্রে চিন্তার মানের 'ইনঅ্যাডিক্যুয়েসি' (অপ্রতুলতা) যেমন আছে — যেগুলো আমি পরে আলোচনা করব — আবার, এর মধ্যে বহু উন্নত ও সুন্দর দিকও রয়েছে, যা সমস্ত কমিউনিস্টদেরই শেখবার বিষয়। বহু অদ্ভুত 'ক্রিয়েটিভ্ থিং' (সৃজনশীল বিষয়) আছে। দুইই পাশাপাশি আছে। আমরা খালি 'ইন্‌অ্যাডিক্যুয়েট্' দিকটিই লক্ষ্য করব, তারপর 'সাবজেক্টিভ্' বলে সমস্ত দোষ তার ঘাড়ে চাপাব — এ হতে পারে না।

সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি যথার্থ হওয়া উচিত

কিন্তু, আমি দেখতে পাচ্ছি, যাঁরা এই ধরনের সমালোচনা করছেন, তাঁদের সমালোচনার কায়দায় একটা বাহাদুরির মনোভাব ফুটে উঠছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে প্রতিটি কম্যুনিস্টেরই বলার অধিকার আছে এবং তাঁদের বলতেও হবে। কারণ, কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতি এবং উন্নতির মৌলিক প্রশ্নের সাথে এটা জড়িত। ফলে, এর মধ্যে যদি কোথাও ভুল থাকে তাও দেখিয়ে দিতে হবে — কোথাও তার চাইতে উন্নত কোন তত্ত্বের সন্ধান দিতে পারলে তাও বলতে হবে। কিন্তু, এই কাজটি কেউ করতে পেরেছে বলেই সে সর্ব-ব্যাপারে তাদের চাইতে মহান, আর ওরা কিছু নয় — এ মনোভাব ঠিক নয়। তারা অনেক ব্যাপারেই আমাদের চাইতে বিরাট, সেক্ষেত্রে আমরা হয়ত কিছু নয় তাদের কাছে। তবুও কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা হয়ত এমন কিছু বলতে পারি, এমন কিছু তত্ত্ব দিতে পারি, যা তাদের চাইতে উন্নত এবং তাদেরও কাজে লাগবে। কাজেই বিরাট বলে তারা যা বলছে তাও যেমন অন্ধভাবে মেনে নেব না, আবার আমরা কিছু নতুন কার্যকরী কথা বলছি বলেই তাদের যেসব 'ম্যাগ্‌নিফিসেন্ট' এবং চমৎকার কাজ, সেগুলোকে অস্বীকার করব অথবা ছোট করে দেখব — এরূপ মনোভাব হলে আমরা কিছু শিখতে পারব না। তাহলে একদিন ঐ বুর্জোয়াদের মতই আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব এই পথ বেয়েই আমাদেরও অধিকার করবে। যেসব শয়তান বুর্জোয়া পণ্ডিতদের কথা ওরা বলেছে, মার্কসবাদের নামে আমরাও তাতেই গিয়ে একদিন পর্যবসিত হব। সেজন্য সমালোচনার কিছু থাকলেও তার দৃষ্টিভঙ্গি এরকম হওয়া উচিত নয়।

বিপ্লবী মননশীলতার সাথে বুর্জোয়া পণ্ডিতম্মন্যতার পার্থক্য

যদিও এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, তবুও প্রসঙ্গত এখানে আরেকটা কথা আমি বলতে চাই। 'স্কলাস্‌টিসিজম্' (পুঁথিগত পাণ্ডিত্য)-এর সাথে বিপ্লবী মননশীলতার একটা পার্থক্য আছে। 'রেভোলিউশ্যনারি ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালিজম্' এর সাথে 'স্কলাস্‌টিসিজম্'-এর পার্থক্য হচ্ছে এই যে, রেভোলিউশ্যনারি ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালিজম্' হচ্ছে উদ্দেশ্যপূর্ণ, সৃষ্টিধর্মী, ক্রিয়াশীল এবং উপকারী। ফলে, এর মিথ্যা গর্ব বা অহম্‌বোধ নেই। এ অপ্রয়োজনে নিজেকে বড়ও করে না, আবার বলার প্রয়োজন হলে বলতেও ভয় পায় না ও সঙ্কোচ বোধ করে না। কিন্তু, কারোর থেকে সে বড় — এইটে নিয়ে সে বাগাড়ম্বর করে না। আর, ক্রিয়ার জন্যই করে বলে এ খুব মারাত্মক। এ ক্রিয়া করে। এ অপরের উপকারের জন্যই বলা, অপরকে হেয় করার জন্য বলা নয়। 'স্কলাস্‌টিসিজম্-এর এই উদ্দেশ্যগুলো থাকে না। ফলে, প্রকৃত কমিউনিস্টরা যখন চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সমালোচনা করবে, তখন তাদের প্রকৃত মর্যাদাও দিতে হবে। কত বড় মারাত্মক ঝুঁকি তারা নিয়েছে। এতটুকু 'মডেস্টি' (বিনয়) থাকলে কারও বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, এই ঝুঁকিটা একেবারে ছেলেমানুষের মত তারা নেয়নি। তার পেছনে কতগুলো গভীর তত্ত্বগত ভিত্তি এবং অভিজ্ঞতা আছে।

প্রতিটি ব্যক্তির চেতনা সমাজচেতনায় বিলীন হওয়ার মধ্য দিয়েই নেতা হিসাবে ব্যক্তির ঐতিহাসিক ভূমিকার অবলুপ্তি ঘটবে

এখন, চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্পর্কে নানা সমালোচনা বিভিন্ন মহল, এমনকী বহু কমিউনিস্ট মহল থেকেও উঠছে এবং তাঁদের মধ্যে একটা আশঙ্কার মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে। প্রথমত, অনেকে মনে করছেন, চীনে মাও সে-তুংকে কেন্দ্র করে গুরুবাদের চর্চা চলছে। অর্থাৎ, এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সামনে এবং চীনের সমস্ত সমাজজীবনে নেতা হিসাবে মাও সে-তুং-এর যে প্রশস্তি চলছে সর্বত্র — যেমন মাও সভায় এলেন, তারই এক ফিরিস্তি; তিনি সভায় এলেন, স্লোগানের পর স্লোগান চলল — এই যে জিনিষটা চলছে, এটাকে অনেকে বলছেন, গুরুবাদের চর্চা হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে এগুলির দ্বারা তা মনে হতে পারে। কিন্তু, এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সাথে সাথে মনে রাখতে হবে। জনতাকে যদি আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতে হয়, যারা এখনও সত্যিকারের উঁচুস্তরের কমিউনিস্টের পর্যায়ে পৌঁছায়নি — পুরানো যুগের সর্বোচ্চ কমিউনিস্টের স্তর নয়, আজকের যুগে সর্বোচ্চ কমিউনিস্টের চেতনার স্তর যা হওয়া উচিত তাই — যতক্ষণ পর্যন্ত কমিউনিস্ট চেতনার সেই স্তরে সক্রিয় কর্মীরা এবং জনতা না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই তাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পদ্ধতি। এর মধ্যে যান্ত্রিকতা আছে, কিন্তু এটা বাস্তব প্রয়োজন। এটাকে বাদ দিয়ে কোন বিপ্লব সংগঠিত হতে পারে না। বিপ্লব এর থেকে মুক্ত হবে সেইদিন, যেদিন সমস্ত সমাজের অভ্যন্তরে প্রত্যেক ব্যক্তির চেতনা সমাজচেতনার স্তরে উন্নীত হবে, ব্যক্তিচেতনা এবং সমাজচেতনা এক হয়ে যাবে — যখন দল এবং ব্যক্তিসত্তা আর আলাদা থাকবে না — সমাজ এবং দল এক হয়ে গেছে, আর সমাজের অভ্যন্তরে চেতনার উচ্চমান এবং নিম্নমানের মধ্যে যে ব্যাপক ব্যবধান আজও বিদ্যমান রয়েছে, তা দূর করা সম্ভব হয়েছে। সেদিন জনতাকে সামাজিক কর্মে ও আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে নেতা হিসাবে ব্যক্তির আজকের ভূমিকা শেষ হয়ে যাবে। তার আগে নয়। যদিও জনগণকে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার এই পদ্ধতি পুরানো যান্ত্রিক পদ্ধতির ঐতিহ্যই বহন করছে, তবুও বুর্জোয়া যান্ত্রিক পদ্ধতির সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। এটাও বুঝতে হবে। পার্থক্যটা কোথায়? না, এখানে জনগণের চেতনার অন্তত একটা সর্বনিম্ন মান বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। অর্থাৎ, তত্ত্বগত মানের একটা সর্বনিম্ন স্তর এখানে থাকে। সে সর্বনিম্ন মানটি হচ্ছে — প্রথমতঃ, কাউকেই এখানে ভুলের ঊর্ধ্বে ধরা হয় না, এমনকী নেতাকেও না। দ্বিতীয়ত, সমস্ত জিনিসই, এমনকী চিন্তাভাবনাও পরিবর্তনশীল — অবস্থা অনুযায়ী সব কিছুরই পরিবর্তন ঘটে — এই ধারণাই হচ্ছে এক্ষেত্রে জনগণের চেতনার নিম্নতম বুনিয়াদ।

নেতা সম্পর্কে যান্ত্রিক ধারণা পার্টির অভ্যন্তরে গুরুবাদের জন্ম দেয় এবং চিন্তার অনুন্নত মান সৃষ্টি করে

আবার, একজন ব্যক্তিকে দলের কর্মী ও জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে নেতা হিসাবে উপস্থাপিত করার এই যে পদ্ধতি, এর যেমন প্রয়োজনীয়তা আছে, আবার এই পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সঠিক নীতি অনুসৃত না হলে তাতে বিপদও আছে। সঠিক বিপ্লবী দল যেমন এর প্রয়োজনীয়তা দেখে আবার জানে এর বিপদ কোথায়। ঠিকভাবে একে পরিচালনা না করতে পারলে এ পার্টির মধ্যে যান্ত্রিকতা এনে দেয় এবং গুরুবাদের

জন্ম দেয়। তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, এই যান্ত্রিকতার ফলে চিন্তার মান অনুন্নত থেকে যায়, যা সমসাময়িক সমস্যাগুলোকে পর্যালোচনা করার পক্ষে অনুপযোগী হয়ে পড়ে। ফলে, যে জনতাকে মুক্ত এবং স্বাধীন করার জন্য বিপ্লব এবং তার জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে, সেই জনসাধারণই আরেকটা 'প্রিকন্‌সেপ্‌শন' (সংস্কার) -এর বেড়াজালে আটকা পড়ে যাবে। তাকে আর মুক্ত করা যাবে না। যেমন, রাশিয়াতে স্ট্যালিনকে সামনে রেখে বিরাট সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, সবই হয়েছে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। স্ট্যালিনের ব্যক্তিত্ব এবং নেতৃত্ব দেশের সমস্ত জনতাকে নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছে। আবার, তারই পথ বেয়ে তত্ত্বগত মানের পশ্চাদ্‌বর্তিতাও এসেছে। একজন নেতাকে সামনে রেখে সমস্ত জনতাকে উদ্বুদ্ধ করার মধ্যে যে যান্ত্রিকতা ওটার ভিতর আছে, কমিউনিস্টদের ও জনসাধারণের তত্ত্বগত ও সাংস্কৃতিক মান অনুন্নত থেকে যাওয়ার ফলে শেষপর্যন্ত সেটা কাটানো সম্ভব হয়নি। তাই সেই স্ট্যালিনের রাশিয়া আজ আবার সংশোধনবাদের দিকে যাচ্ছে। এ দুটি কথাই সত্য। ব্যক্তির নেতৃত্বকারী ভূমিকা সেখানেও ছিল, এখানেও আছে। চীন-বিপ্লবের আগেও ছিল, বর্তমানেও আছে এবং এটা টিক থাকবে এবং কাজ করবে, যতদিন পার্টির উদ্যোগে জনসাধারণকে একটা ঐকমত্যের সিদ্ধান্তে অনুপ্রাণিত করার প্রয়োজন থাকবে। কোন বিপ্লবকেই এছাড়া 'ভিউ' (পর্যবেক্ষণ) করা যায় না। ফলে, সমস্ত বিপ্লবেই জনগণকে ক্রিয়া করানোর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটা যুক্ত হয়ে আছে। যে বিপ্লবী দল এটা করে না, নেতৃত্বকে ব্যক্তির মধ্যে বিশেষীকৃত করতে সক্ষম হয় না, জনতার 'ইমাজিনেশন্'-এ (কল্পনায়) নেতাকে আনে না, সব নেতাকেই জনসাধারণের মধ্যে এক স্তরে স্থাপনা করে, তারা বিপ্লবই 'মিন্' (মনে) করে না। একটা সমষ্টিগত নেতৃত্ব থাকে, কিন্তু তার ওপরেও সংগ্রামের ঐক্যের প্রতীক হিসাবে একজন নেতার অভ্যুত্থান ঘটে। যে দেশে যখনই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, সে দেশেই বিপ্লব পরিচালনা ও সংগঠনের বাস্তব প্রয়োজনে এটা গড়ে উঠেছে। তা না হলে বিপ্লব পরিচালনার সময়ে নেতৃত্বের মধ্যে ঐক্য রক্ষা করা যায় না, পার্টির মধ্যেও ঐক্য রক্ষা করা যায় না, জাতির বিপজ্জনক সময়ে জনগণের ঐক্য রক্ষা করা যায় না। কারণ, তাতে 'সেন্স অফ অথরিটি' (নেতৃত্ব সম্পর্কে ধারণা) ঠিকমত কাজ করে না, 'আলট্রা-ডেমোক্র্যাসি'র (উগ্র গণতন্ত্র) ঝোঁক দেখা দেয়। ফলে, বিপ্লব বা আন্দোলন পরিচালনার সময়ে যে কোন মুহূর্তে পার্টিটার একটা তর্কের আসরে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং তার কাজ করার সমস্ত ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই কোন বিপ্লবী দল এসব ফাল্‌তু জিনিস মনে করে না। কিন্তু, বিপ্লবী দল সব সময়ে এই পদ্ধতি প্রয়োগ সম্পর্কে সতর্ক থাকে।

মাও সে-তুঙ এবং লিউ শাও-চি সম্পর্কিত বিরোধ প্রসঙ্গে

দ্বিতীয়তঃ, মাও এবং লিউ শাও-চির মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে বিরোধ সম্পর্কে নানারকম জল্পনা-কল্পনা চলছে। এ সম্বন্ধেও কমিউনিস্ট কর্মীদের পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। বুর্জোয়া কাগজের প্রচার বাদ দিলেও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব একটা কথা বলছেন যে, লিউ শাও-চি প্রমুখ রাষ্ট্রের কিছু কিছু সর্বোচ্চ পদাধিকারী নেতারা পার্টির সর্বহারা বিপ্লবী রাজনীতির বিরুদ্ধাচরণ করার মধ্য দিয়ে নিজেদের অজ্ঞাতসারে হলেও পুঁজিবাদের দিকে ধীরে ধীরে পা বাড়াচ্ছেন। এছাড়া পরস্পর বিবদমান দুই পক্ষের বক্তব্যই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করলে একটা কথা বোঝা যায় যে, পার্টি এবং রাষ্ট্রের উচ্চপদাধিকারী নেতাদের মধ্যে বুর্জোয়াদের মত ব্যুরোক্রেটিক পদ্ধতিতে সংগঠন পরিচালনা করা একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। বিপ্লবের পর থেকে মাও সে-তুঙ বলে আসছেন যে, "সহস্র পুষ্পদল প্রস্ফুটিত হোক্।" কিন্তু, বারবার বলা সত্ত্বেও পার্টিতে তা বাস্তবে কার্যকরী হয়নি। এই যে হাজার হাজার লোক চিন্তা করুক, ভাবনা করুক — কথাটা তিনি বলে আসছিলেন, তার দ্বারা বিভিন্ন চিন্তা ও মতের মধ্যে যে প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব দেখা দেবে, তাতে তিনি বলেছিলেন যে, এতে ভীত হবার কিছু নেই। এ পার্থক্য ও দ্বন্দ্ব শুধু 'আনঅ্যাভয়ডেব্‌ল' (অপরিহার্য) তাই নয়, প্রয়োজন এবং উপকারী। বর্তমান সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালনার ক্ষেত্রেও তিনি একই কথা বলেছেন। চীনের নেতৃত্ব মনে করেছেন, এর মধ্য দিয়ে জনসাধারণের সঙ্গে সমস্ত কাজে পার্টি এক হয়ে যেতে পারে, পার্টি নেতৃত্ব এক হয়ে যায় — একটা স্তরে একটা 'আন্ডারস্ট্যান্ডিং' (পারস্পরিক বোঝাপড়া)-এর ভিত্তিতে। তা না হলে কতকগুলি 'প্রিকনসেপ্‌শন'-কে ভিত্তি করে সুবিধা ভোগ করার জন্য বা চাপে পড়ে যে ঐক্য গড়ে ওঠে এবং তা কখনো স্থায়ী হয় না। কিন্তু, এই পদ্ধতিতে ঐক্য গড়ে ওঠে, তা হচ্ছে স্থায়ী ঐক্য। এই কথা বলা সত্ত্বেও দেখা গেছে, পার্টি নেতৃত্ব ব্যুরোক্রেটিক পদ্ধতি অনুসরণ করছে, কাজের মধ্যে অরাজনৈতিক ব্যবহারের প্রকাশ ঘটছে।

অনেকটা ব্যুরোক্র্যাটদের মত অফিসে যাওয়া, অফিস থেকে আসা, ফাইল দেখা, অর্ডার দেওয়া, নোটিশ দেওয়া, সার্কুলার দেওয়া, বক্তৃতা করা — ব্যস্। বিপ্লবী কর্মীদের সামনে সব সময়ে বলা হয়, "রাজনৈতিক কর্মীর মত আচরণ কর, কমরেডদের ভাল করে — যাতে তারা যথার্থ বুঝতে পারে — তেমনভাবে বুঝিয়ে নির্দেশ দাও। দরকার হলে উদাহরণ দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দাও, কীভাবে করবে — পরিষ্কারভাবে তাকে দেখিয়ে দাও।" কিন্তু, দেখা গেছে, এত সব বলা সত্ত্বেও নেতাদের কাজ করার ধরনের মধ্যে তার কোন প্রতিফলনই থাকে না। থাকে না যে তা তো আমরা আমাদের পার্টির মধ্যেই দেখি। আমি পূর্বে আমাদের পার্টির মধ্যেও বারবার নেতা ও কর্মীদের কর্মপদ্ধতির সমালোচনা করতে গিয়ে ব্যুরোক্রেটিক স্টাইল বলতে এইটাকেই বলতে চেয়েছি। দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে চীনের পার্টির নেতাদের মধ্যেও এই বুরোক্রেটিক স্টাইলের ঝোঁক বাড়ছিল। এইরকম অফিসিয়াল ব্যুরোক্র্যাটদের মত যারা চলে — সেই সব লোকদের যদি নামের পিছনে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী না লেখা থাকে, আর কমিউনিস্ট পার্টির কার্ডটা পকেটে খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে একটা সাধারণ বুর্জোয়া ব্যুরোক্র্যাট, যে নিয়মিত কাজ করে, তার সঙ্গে কী পার্থক্য বুঝবার উপায় থাকবে না, বুক্‌নি না শুনলে। এই যে কাজের মধ্যে বিপ্লবী চরিত্রের ধরন প্রতিফলিত হয় না, নেতা ও কর্মীর সম্পর্কের মধ্যে বিপ্লবী সম্পর্ক প্রতিফলিত হয় না, একটা যান্ত্রিক ও গতানুগতিক মনোভাব চীনের পার্টির অভ্যন্তরে গড়ে উঠছিল — এর কারণ কী? কারণ, দেশের অভ্যন্তরে সংগ্রামটা, সম্মুখসংগ্রামটা আজ আর আগের রূপে নেই। কেউ ক্ষমতার থেকে ফেলে দিচ্ছে না, পুলিশ এসে ঘাড়ে ধরে জেলখানায় পুরে দিচ্ছে না। শ্রেণীসংগ্রামের পূর্বেকার সেই রূপ আজ আর নেই। শ্রেণী সংগ্রামের রূপ পাল্টেছে এবং আরও সূক্ষ্ম রূপ নিয়েছে। অথচ, সংগ্রাম সম্বন্ধে আগের সেই পুরানো ধারণাটা থেকেই গিয়েছে। একদিকে পার্টি নেতা ও কর্মীদের মধ্যে এবং জনমনে অতীত সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল ভাবনাধারণা এবং নতুন পরিবেশে নতুন কৌশলে বুর্জোয়াশ্রেণীর ভাবধারার অনুপ্রবেশ, অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থায়িত্ব বাড়ার সাথে সাথে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণা 'প্রিভিলেজ'-এ (সুবিধায়) পরিণত হওয়ার ঝোঁক ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে, শ্রেণীসংগ্রাম চালানো আজ আরো কঠিন হয়ে পড়েছে। যে বিপ্লবটাকে আগে খুব কঠিন মনে হয়েছে, আজকের এই অবস্থায় বিপ্লব যে রূপ নিয়েছে, তাতে তার চেয়ে আরও কঠিন মনে হচ্ছে। মাও সে-তুঙের ভাষা আছে তার ওপর — লেখা আছে, একটা বক্তৃতা আছে। তিনি বলেছেন, "ইট ইজ মাচ মোর ডিফিকাল্ট দ্যান দি রেভোলিউশন প্রিভিয়াসলি পিকিং হ্যাজ ডান" — অর্থাৎ পিকিং পূর্বে যে বিপ্লব করেছে, এ তার চাইতে আরও কঠিন। কারণ, সে সংগ্রামটা ছিল সরাসরি, শত্রু ছিল সামনাসামনি। তারা সরাসরি সংগ্রামের মধ্যেই ছিল। আর এখানে শত্রু ঢোকে অজান্তে, পার্টি তার 'ভিক্‌টিম' (শিকার) হয়ে যায় অজান্তে — তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। নিজেদের মধ্যে যে ঝোঁক, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা। শত্রু যেখানে জানা, সেখানে এত বিপদ নেই। সেখানে শত্রুকে চিনতে পারা তার বিরুদ্ধে সরাসরি সংগ্রাম গড়ে তোলা অপেক্ষাকৃত সোজা। কিন্তু শত্রু যেখানে ভিতরে, নিজেদের মধ্যে অজান্তে ঢোকে, সেখানে এটা আরও কঠিন। চীনের পার্টির মধ্যেও কাজকর্মের ক্ষেত্রে ব্যুরোক্রেটিক স্টাইল এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণা 'প্রিভিলেজে' পর্যবসিত হওয়ার ঝোঁক বাড়ছিল। সোভিয়েট পার্টিতে যে এ ঝোঁক প্রবলভাবে বেড়েছে, তা তো পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উদ্যোক্তারা বলছেন, চীনের পার্টিতেও এই ধরনের বিপ্লববিরোধী নানাধরনের ঝোঁক বাড়ছে, এমনকী পার্টির সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দের অনেকের বিরুদ্ধেও তাদের এই অভিযোগ। ফলে, চারদিক থেকে এর সমালোচনা করা হচ্ছে। সর্বব্যাপক আলোচনা হচ্ছে — কি রকম ব্যবহার হওয়া দরকার, আচরণ কি রকম হওয়া দরকার। একটা পরিবর্তন সবকিছুতে তারা আনতে চাইছে। এর ফলে দেশজোড়া এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যারা ভুল করেছিল — কিন্তু সৎ এবং সমাজতন্ত্রের পক্ষে — তারা নিজেদের শোধরাবার সুযোগ পাবে, যদি তারা বিপ্লবের সঙ্গে চলতে চায়। কিন্তু, যারা ভাব দেখাবে যে, তারা ভুল করেছিল মাত্র, তারা শত্রু নয় — সংগ্রামটা এরূপ কায়দায় চললে সংগ্রামের মধ্যে 'পার্টিজানশিপ' (অংশীদার)-এর মাপকাঠিতে তাদের প্রকৃত চরিত্র ধরা পড়ে যাবে। বোঝা যাবে তারা ভাব দেখাচ্ছে, না সত্যি সত্যি বিভ্রান্ত হয়ে গিয়ে ভুল করেছে — সত্যিই তারা বিভ্রান্ত, না শত্রু। ফলে, পার্টিবিরোধী ও বিপ্লববিরোধী শক্তিদের 'এলিমিনেশন' (নির্মূল)-এর পদ্ধতিটা ভাল হবে এবং বিজ্ঞানসম্মত হবে। সেইজন্য চীনের নেতৃত্ব গোড়ায় রাষ্ট্রশক্তির ব্যবহার করে বলপূর্বক অপসারণ করার নীতি গ্রহণ করেনি। জনসাধারণকে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিয়ে দেশজোড়া একটা পরিষ্কার ঐক্যবদ্ধ ধারণা গড়ে তুলে তবেই তারা এ কাজটা করতে চাইছে

— প্রধানত দুটো কারণে। একটা হল, এই পদ্ধতিতে জনগণের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আন্দোলন পরিচালনা করলে ভুল করার সম্ভাবনা কম থাকে এবং যারা বিভ্রান্ত হয়ে এরকম কাজ করছে, তাদেরও শোধরাবার একটা সুযোগ থাকে। আর দ্বিতীয়ত, এরূপ ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণ ও পরস্পরবিরুদ্ধ মতগুলির চূড়ান্ত সংঘর্ষের পর যখন পার্টি ও জনসাধারণের মধ্যে — সকলের অথবা অধিকাংশের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে — একটা ঐকমত্য গড়ে ওঠে, তখন সেই ঐক্য পূর্বের তুলনায় অধিকতর স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করে এবং শেষপর্যন্ত পার্টিবিরোধী নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হোক্ না কেন, তা নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে কোন 'অ্যাপ্রিহেন্শন্' (সন্দেহের মনোভাব) থাকে না।

মাও সে-তুঙ এবং লিউ শাও-চির সাথে দ্বন্দ্বের প্রকৃতি আদর্শগত

তাই যখন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং এমনকী বুর্জোয়া পত্রপত্রিকাগুলিও বলছে যে, মাও সে-তুঙ এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের গোষ্ঠীটা পার্টিতে ইতিমধ্যেই সংখ্যা গরিষ্ঠতা এবং সমস্ত পার্টির ওপর নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতা অর্জন করে ফেলেছে, তখনও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, লিউ শাও-চি 'হেড অফ্ দি স্টেট', তিনি এখনও সরকারি পদের সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত।[১] ফলে, 'মাও সে-তুঙ এবং লিউ শাও-চির মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছে' — বলে বুর্জোয়া পত্রপত্রিকাগুলিতে যে 'স্পেক্যুলেশান' (জল্পনা-কল্পনা) চলছে, তাই যদি ঘটনা হত, তবে তারা সহজেই বলপূর্বক লিউ শাও-চিকে ফেলে দিতে পারত। ফেলেনি। কেন? কারণ — প্রথমত, এটা ব্যক্তিগত নেতৃত্বের লড়াই নয় এবং স্পষ্টতই আজ আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মাও এবং লিউ শাও-চির মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলছে, তা রাজনৈতিক লাইন এবং দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বন্দ্ব। দ্বিতীয়ত, চীনের পার্টি বলপূর্বক অপসারণের রাস্তা নিতে চাইছে না। এর ফলে আদর্শগত দ্বন্দ্বে লিউ শাও-চি আবার পরিবর্তিত হয়ে ফিরে আসতে পারেন, এমন সম্ভাবনাও রয়েছে। আর, যদি এরূপ ঘটে তাহলে আবার আমরা দেখতে পাব, লিউ শাও-চির নাম সবার সামনে এসে যাবে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব উৎপাদনকে বাড়াতেই সাহায্য করে

যেমন, একটা সময়ে চৌ এন লাই-এর সঙ্গে মাও সে-তুঙের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কর্মধারার কোন কোন ক্ষেত্রে একটা দ্বন্দ্ব চলছিল। এবং মনে হয়েছিল যে, শিল্প এলাকায় সাংস্কৃতিক বিপ্লব নিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন চৌ এন-লাই। তখন এই চিন্তার বিরুদ্ধে আদর্শগত ক্ষেত্রে একটা বিতর্কও চলে। ক্রমে এই বিতর্কের মধ্য দিয়ে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, যারা (যার মধ্যে চৌ এন-লাই প্রথমে ছিলেন) শিল্প এলাকায় উৎপাদন ব্যাহত হবে বলে সাংস্কৃতিক বিপ্লব নিয়ে যেতে চাইছেন না, তাঁরা বিভ্রান্ত। উৎপাদনকে বাড়াবার জন্যই সাংস্কৃতিক বিপ্লব। সাংস্কৃতিক বিপ্লব উৎপাদনকে ব্যাহত করে না। বরং, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য থেকে বুর্জোয়া ভাবধারাকে সম্পূর্ণ দূর করা, 'লেজে ফেয়ার' মনোভাব এবং অর্থনীতিবাদের প্রভাব থেকে উৎপাদনকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা এবং শিল্প-কারখানা পরিচালনার সর্বোচ্চ পদে যারা আছে, তাদেরও এই সমস্ত বিভ্রান্তিমূলক মতবাদের প্রভাব থেকে রক্ষা করাই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাজ। ফলে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে বিরোধিতা করা চলবে না। চৌ এন-লাই পরবর্তী সময়ে সেটা বুঝতে পারেন এবং নিজেকে শুধরে নেন — যদি না ধরে নেওয়া যায়, যেমন অনেকে মনে করছেন যে, ভয় দেখিয়ে বলপূর্বক তাঁর মত পরিবর্তন করানো হয়েছে। আবার, অনেকে এমনও মনে করেছেন যে, চৌ এন-লাই বর্তমানে সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালনার ক্ষেত্রে মাও সে-তুঙের প্রধান সহকারীর ভূমিকা গ্রহণ করলেও মাও-এর পর তিনি আবার ক্রুশ্চেভের মতই অন্য মূর্তি ধারণ করবেন। কারণ, তাঁদের মতে চৌ এন-লাই-র এই পরিবর্তনটা একটা চালাকি এবং ভাঁওতা মাত্র। এমন ঘটনা যদি ভবিষ্যতে ঘটেও তাহলেও এরূপ পদ্ধতিতে চিন্তা করা আমি সঠিক বলে মনে করি না। কারণ, বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করার অর্থ হল, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ থেকে বুর্জোয়া 'স্পেক্যুলেশানে'র দিকে যাওয়া। আর, এই পদ্ধতিতে চললে একটা পর একটা 'স্পেক্যুলেশান'-এর ঝোঁক বেড়েই চলবে। ফলে, আমার মতে এভাবে চিন্তা করা মারাত্মক রকমের ভুল। কারণ, তা বস্তু বা ঘটনা-নিরপেক্ষ 'সাবজেক্টিভ' এবং কাল্পনিক। কোন জিনিস বিচারের এটা যথার্থ পদ্ধতি হতে পারে না। বিচার করতে হবে বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। চৌ এন-লাই-র একটা বিপ্লবী ঐতিহ্য আছে এবং তিনি এখন সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন।

একটা সময়ে বুর্জোয়া 'স্পেক্যুলেটর'দের লিস্টে চৌ এন-লাইর নাম অনেক পিছনে চলে গিয়েছিল। আবার তাদের লিস্টেই দেখা যাচ্ছে, তিনি আবার সামনে এসে গিয়েছেন। মাও-এর পর আবার প্রথম দু'জনের মধ্যে তার নাম — লিন পি-আও, চৌ এন-লাই। বুর্জোয়া জগতে এই নাম সামনে পিছনে আসা নিয়ে খুব 'স্পেক্যুলেশান' হচ্ছে। অথচ, এ নিয়ে চীন মাথা ঘামাচ্ছে না। কাজেই ভবিষ্যতে আবার এমন কাণ্ড দেখলেও অবাক হবার কিছু নেই যে, মাও সে-তুঙ এবং লিউ শাও-চির মধ্যে একটা পুরোপুরি ঐক্য গড়ে উঠেছে — যার সম্ভাবনা সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি। একটা বিরোধ চলছে, সেই বিরোধকে কেন্দ্র করে সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে যান্ত্রিকতার প্রভাব যতই থাকুক না কেন, বিরোধটা যে যথার্থ — একথা কোনমতেই ভুললে চলবে না। ফলে, সংগ্রামটা তারা বন্ধ করতে চাইছে না। তাই গভর্নমেন্ট এবং পার্টির পক্ষ থেকে নাম ধরে আজও তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে দেওয়া হয় না এবং এই বিরাট সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঢেউ-এর মধ্যেও তাঁর 'প্রোটেক্শন' (নিরাপত্তা) আছে। কাজেই আমার মনে হয় যে, রাজনৈতিক লাইনের প্রয়োগ পদ্ধতি এবং দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে কতকগুলো যথার্থ 'কন্‌ফিউশ্যন' (বিভ্রান্তি) থেকেই মূলত লিউ-এর সঙ্গে এই দ্বন্দ্বের সূত্রপাত।

মূল মতাদর্শগত প্রশ্নে বিরোধ না থাকলে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি

এখন এই 'কন্‌ফিউশ্যন' দু'রকমের হতে পারে। প্রথমত, এমনও হতে পারে যে, পার্টির মূল রাজনৈতিক লাইন ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে কোন মতপার্থক্য নেই, অথচ লিউ শাও-চি মনে করছেন, মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে মূল রাজনৈতিক লাইনের প্রয়োগ যেভাবে হচ্ছে — তা ভুল। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েটের সংশোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে যে বিষয়গুলো নিয়ে সংগ্রাম পরিচালনা করা হচ্ছে, সেই বিষয়বস্তুগুলো সম্পর্কে তাঁর মতবাদগত পার্থক্য না থাকলেও এই সংগ্রাম পরিচালনার পদ্ধতি সম্বন্ধে মাও সে-তুঙের 'এ্যাপ্রোচ্' (দৃষ্টিভঙ্গি)-এর সাথে তিনি একমত হতে পারছেন না। যার জন্য হয়ত তাঁকে ক্রুশ্চেভ, মডার্ন ক্রুশ্চেভ বলা হচ্ছে — সংশোধনবাদের দিকে তাঁর ঝোঁক, একথা বলা হচ্ছে। অন্তত লিউ শাও-চির সঙ্গে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে মাও-এর চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হয়ে যে সমস্ত লেখা, সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বেরোচ্ছে এবং পার্টি নেতৃত্ব যেভাবে সমস্ত বিষয়টাকে 'এ্যাপ্রোচ্' করছে, তাতে মনে হয়, বিভ্রান্তিটা বোধ হয় মূলত এই জায়গায়। ফলে, একটা সংগ্রাম চলছে। লিউ-এর সাথে বিরোধের চরিত্র যদি এরূপ ধরনের হয়, তাতে ভয়ের কিছু নেই। তিনি তাঁর যুক্তি দিয়ে সে সম্পর্কে বলছেন, মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে পার্টি বিরুদ্ধ যুক্তি দিয়ে তার বক্তব্য পেশ করছে। যান্ত্রিকতার প্রভাব যদি বিরোধের মূল উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করতে সক্ষম না হয়, তাহলে শেষপর্যন্ত এই বিরোধের মধ্য দিয়ে 'ক্ল্যারিটি' আসবে এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নতুন ধরনের অর্থনীতিবাদ শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নতুন করে বুর্জোয়া ব্যক্তি অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে আসে

কিন্তু, যদি বিভ্রান্তিটা অন্য ধরনের হয়, তাহলে তা মারাত্মক। অর্থাৎ পার্টির মূল রাজনৈতিক লাইন ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতাদর্শগত যে সংগ্রাম চলছে, তাতে পার্টির মূল বক্তব্য নিয়েই যদি মতভেদ দেখা দিয়ে থাকে, তাহলে তা মৌলিক ধরনের। উপরন্তু, মনে হয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নতুন ধরনের অর্থনীতিবাদ ও 'মেটিরিয়াল ইনসেন্টিভ' (বৈষয়িক প্রেরণা)-এর নীতি নিয়ে মূলগতভাবে একটা বিরোধ রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক গঠনকাণ্ডের সময়ে নতুন ধরনের অর্থনীতিবাদ ও 'মেটিরিয়াল ইনসেন্টিভ' এবং 'বেনিফিট'-এর দিকে সাধারণ শ্রমিকের ঝোঁক বাড়তে থাকে। অর্থাৎ, সাধারণ স্তরের শ্রমিকদের মধ্যে চেতনা হচ্ছে সমাজততন্ত্র মানে আরও বেশি করে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া। এর ফলে উৎপাদন বাড়ানোর ক্ষেত্রে শ্রমিকের যে আকাঙক্ষা, তার মূলে কাজ করে — ব্যক্তিগতভাবে সে বেশি করে সুযোগ-সুবিধা পাবে, এই মনোভাব। না হলে, সে ভাবে — সমাজতন্ত্র, উৎপাদন বৃদ্ধি — এ সবের কোন মানে নেই তার কাছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন বাড়ার সাথে সাথে সুযোগ-সুবিধা এমনিতেই বাড়বে এবং শ্রমিকের অবস্থার উন্নতি হতে থাকবে। কিন্তু শ্রমিক সমাজের, সাধারণ মানুষের, উৎপাদন বাড়ানোর প্রশ্নে মানসিক গঠন এবং চিন্তাপদ্ধতিটা এরকম হলে চলতে পারে না। তাতে শ্রমিক সমাজের মধ্যে ব্যক্তিগত সুবিধাবাদের ঝোঁক দেখা দেয়। কাজেই শ্রমিকশ্রেণীর মানসিক গঠন এমনভাবে গড়ে তোলা দরকার এবং

তাদের চিন্তাপদ্ধতিটা এমন হওয়া দরকার যে, দেশের অগ্রগতি ও আন্তর্জাতিক বিপ্লবের অগ্রগতির স্বার্থেই সে দেশের উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করার কাজে আত্মোৎসর্গ করেছে। কারণ, আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবের অগ্রগতির প্রশ্নের সাথে দেশের অপ্রতিহত বিকাশ ও অগ্রগতির প্রশ্ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং উপরোক্ত দুইটি বিষয়ের পারস্পরিক অগ্রগতির প্রশ্নের সাথেই ব্যক্তির 'মেটিরিয়াল' এবং 'স্পিরিচ্যুয়াল' (বৈষয়িক ও মানসিক) অগ্রগতির প্রশ্নটি মূলত নির্ভরশীল। শ্রমিক সমাজের মানসিক গঠন এরূপ ধরনের হলে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে অংশগ্রহণ করার সময়ে 'কম্‌প্লিট ডেডিকেশন্'-এর 'সেন্স' (পুরোপুরি আত্মোৎসর্গের মনোভাব) থাকবে। এ জিনিস হলে কাজকর্মের ক্ষেত্রে গতানুগতিক ভাব আসে না। আর, তা না হলে একদিকে কাজকর্মের ব্যাপারে 'লেজে ফেয়ার' অর্থাৎ, গতানুগতিক মনোভাব ও অপরদিকে ব্যক্তিগত সুবিধা আদায়ের জন্য অযৌক্তিকভাবে ব্যক্তিগত দাবি বাড়তেই থাকে। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীই যে মূল নিয়ামক শক্তি — সে সম্বন্ধে পূর্ণ বিপ্লবী শ্রেণীসচেতনতা না গড়ে ওঠার ফলে বুর্জোয়া অধিকারের পুরানো প্রশ্নটি আবার নতুন করে দেখা দেয়। নতুন স্লোগানের আড়ালে তা আবার সমাজে নতুন করে আসে। স্বাধীনতাবোধ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণা ব্যক্তিগত সুবিধায় পর্যবসিত হয়।

সংশোধনবাদীদের 'মেটিরিয়াল ইনসেন্টিভ' প্রদানের নীতি সমাজতন্ত্রকে বিপন্ন করে তুলবে

সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে ভাসাভাসা ধারণা এবং আধুনিক সংশোধনবাদের প্রভাবের ফলে একদল সমাজতন্ত্রী মনে করেন, যে কোন উপায়ে উৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটানোই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল নিয়মের কোন তোয়াক্কা না করেই এই সব তথাকথিত মার্কসবাদীরা উৎপাদন বাড়াবার জন্য দরকার হলে এমনকী পুঁজিবাদী সমাজের 'মেটিরিয়াল ইনসেন্টিভ'-এর নীতি প্রয়োগেরও পক্ষপাতী। এর ফলে উৎপাদনের আনুপাতিক হার তখনকার মত সাময়িকভাবে বৃদ্ধি পেলেও অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বিপন্ন করে তোলে এবং এর ফলে উৎপাদন ব্যবস্থার সর্বস্তরে পুঁজিবাদী 'স্পেক্যুলেশান'-এর ঝোঁক বাড়তে থাকে এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় 'এ্যানার্কি' (নৈরাজ্য) এনে ফেলে। যেহেতু, সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য হল, শেষপর্যন্ত উৎপাদনের প্রাচুর্য (অ্যাবান্ডান্স ইন প্রোডাকশন) সৃষ্টি করা, তাই এদের মতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণী নাকী ব্যক্তিগতভাবে উন্নততর 'মেটিরিয়াল' (বৈষয়িক) এবং 'কালচারাল বেনিফিট' পাওয়ার উদ্দেশ্যেই উৎপাদন বাড়িয়ে থাকে। কাজেই উন্নত পুঁজিবাদী দেশের তুলনায় বেশি 'মেটিরিয়াল বেনিফিট' না পেলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কোন মানেই নাকি শ্রমজীবী জনসাধারণের কাছে থাকে না। সমাজতন্ত্রের এই অপরূপ ব্যাখ্যার আড়ালে সমাজে বুর্জোয়া স্বাধীনতা ও অধিকারের প্রশ্ন আবার নতুন করে দেখা দেয়। এতে শ্রমিকের মধ্যে 'প্রেলেটারিয়ান রেভোলিউশনারি ডেডিকেশন' আসে না, আসতে পারে না।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনীতিবাদ সামাজিক স্বার্থের সাথে ব্যক্তিস্বার্থের সমন্বয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করে

বিপ্লবের পর শ্রমিকদের মধ্যে এই যে অর্থনীতিবাদ নতুন করে দেখা দেয়, বিপ্লব পূর্ববর্তী যুগের চাইতে তার বৈশিষ্ট্য একটু আলাদা। বিপ্লবের পূর্বে অর্থনীতিবাদ শ্রমিকশ্রেণীকে সর্বহারা বিপ্লবী রাজনীতি থেকে সরিয়ে এনে বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়া পার্টিগুলির হাতে শ্রমিকশ্রেণী এবং শ্রমিক আন্দোলনের সংগ্রামী অংশের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার সুযোগ দেয়, বিপ্লবী আদর্শের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার সুযোগ দেয়। তা শ্রমিকের রাজনৈতিক চেতনাকে বৃদ্ধি করতে এবং সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনীতিকে সামনে আনতে দেয় না। আর, বিপ্লবপরবর্তী যুগের অর্থনীতিবাদ শ্রমিকের মধ্যে আন্তর্জাতিক সর্বহারা বিপ্লবের অর্থে বিপ্লবী কর্মী তৈরি হওয়ার পথে, সমাজের প্রতি তার দায়িত্বের অর্থে, নিজের স্বাধীনতার বিকাশ ও অগ্রগতির অর্থেই যে 'কম্‌প্লিট ডেডিকেশন' এবং 'স্যাক্রিফাইস' প্রয়োজন, তার চাহিদা এবং প্রয়োজনীয়তা অনুভব করার পথে বাধা সৃষ্টি করে। নেতৃত্বের তরফে মারাত্মক ভুল ও বিচ্যুতি না ঘটলে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত 'অবজেকটিভ ল' (বাস্তব নিয়ম) অনুযায়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অগ্রগতি হবেই। কিন্তু, তার অপ্রতিহত অগ্রগতিকে চূড়ান্তভাবে বাড়াবার জন্য শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেরণা প্রয়োজন, তা সৃষ্টি হবে না। ফলে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই অর্থনীতিবাদ সামাজিক স্বার্থের সাথে ব্যক্তিস্বার্থের সমন্বয়ের পথে একটা বিরাট বাধা। এই অর্থনীতিবাদ, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সুবিধাবাদ — যাকে আমি 'সোস্যালিস্ট ইন্ডিভিজুয়ালিজম' (সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ) বলে উল্লেখ করেছি — তার মনোবৃত্তিও বাড়াতে সাহায্য করে।

এর বিরুদ্ধে লড়াই করাও চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের একটা মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করতে হলে চাষী কমিউন থেকে তাকে শ্রমিক কমিউনের দিকে যেতে হবে। সেক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এই নতুন ধরনের ব্যক্তিগত সুবিধাবাদের ঝোঁক — যেটা শিল্প এলাকায় ব্যক্তি শ্রমিকের পরিবারকে ভিত্তি করে শ্রমিকদের মধ্যে এক নতুন ধরনের ব্যক্তিবাদের মনোভাব গড়ে তুলবে — তা হবে শ্রমিক কমিউন সৃষ্টি করার পথে একটা প্রচণ্ড বাধা স্বরূপ। ফলে, চীনা সমাজের অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিকাশের এই স্তরে এটাও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট।

ব্যক্তিবাদের প্রভাব তীব্র হলে তা আদর্শগত বিরোধকে জটিল করবে

শিল্প এলাকায় সাংস্কৃতিক বিপ্লব সম্প্রসারণের বিষয়ে গোড়ার দিকে চৌ এন-লাই'র যে খানিকটা দোমনা ভাব ছিল, তা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, 'ইনডিরেক্টলি' (পরোক্ষভাবে) হলেও তাঁর ওপর এই অর্থনীতিবাদের প্রভাব খানিকটা কাজ করছিল। যাই হোক, চৌ এন লাই-কে এই বিভ্রান্তির চরিত্রটা বোঝানো হয়েছে এবং শেষপর্যন্ত তিনি বুঝতে পেরেছেন যে, শিল্পের লাগাতার অগ্রগতি অব্যাহত রাখবার প্রয়োজনেই শিল্পাঞ্চলে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের প্রয়োজন রয়েছে। নাম ধরে যে সমালোচনা করা হচ্ছে না, তার সুবিধা এইখানে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আজও চিন্তাগত ক্ষেত্রে লিউ শাও-চির সঙ্গে পুরোপরি ঐক্য গড়ে ওঠেনি। এখন, এমন হতে পারে যে, ঐক্য হল না শেষপর্যন্ত। তাহলে মাও সে-তুঙের রাজনৈতিক লাইনের যদি শেষপর্যন্ত জয় হয়, এই সংগ্রামে, তাহলে তাঁর পতন হবে। আর, শেষপর্যন্ত যদি ঐক্য গড়ে ওঠে, তাহলে বুর্জোয়া পত্রপত্রিকায় নামের যে তালিকাটা ওঠানামা করছিল সেখানে তাঁর নাম আবার একেবারে ওপরে উঠে আসবে। তখন, 'মাও এবং লিউ-এর মধ্যে নেতৃত্বের ক্ষমতা পাওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে' — বলে যারা আজ এত 'স্পেক্যুলেশান' করছে , তারা কী বলবে? তারা এই এতবড় একটা ঐতিহাসিক সংগ্রামের মধ্যে ব্যক্তিগত নেতৃত্বের ঝগড়া ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। এই বিরোধের মধ্যে উভয় পক্ষের আচরণেই যান্ত্রিকতা প্রকাশ পেতে পারে এবং পাচ্ছেও। সাধারণ স্তরের কমিউনিস্ট এবং জনসাধারণের চিন্তার অনুন্নত মানের জন্যই পুরোপুরিভাবে ব্যক্তিবাদের প্রভাব মুক্ত হয়ে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য যে স্ট্যান্ডার্ড থাকা দরকার, তা বর্তমানে নেই বলেই আমার ধারণা। ব্যক্তিবাদের বীজ এর মধ্যে রয়েছে — একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। ফলে, এর দ্বারা মাও সে-তুঙ এবং লিউ শাও-চি উভয়েই খানিকটা প্রভাবিত হতে পারেন। ব্যক্তিবাদ ও ব্যক্তিপূজার ঝোঁক আদর্শগত সংগ্রামের মধ্যে অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তিবাদের ঝোঁকের তীব্রতার ওপর আদর্শগত সংগ্রামের ফলাফল অনেকখানি নির্ভর করে। ব্যক্তিবাদের তীব্রতা থাকলে — যে দ্বন্দ্বটা চলছে, যে আন্দোলনটা চলছে, তার দ্বারা যেখানে ঐক্য আরও সহজে এবং তাড়াতাড়ি হয়ে যেতে পারত — তা শুধু যে আরও বিলম্বিত হতে পারে, তাই নয়, এমনকী শেষপর্যন্ত বহু আকাঙ্ক্ষিত ঐক্যে পুরোপুরি ফাটলও ধরে যেতে পারে। ব্যক্তিবাদের প্রভাব, অহম্-এর প্রভাব যদি মাত্রাতিরিক্ত হয়, তাহলে এ সবই সম্ভব হতে পারে। কিন্তু, যাই হোক্ না কেন, এ নেতৃত্ব দখলের লড়াই নয় — একথা মনে রাখা দরকার। এ দ্বন্দ্ব হচ্ছে দুটো ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির দ্বন্দ্ব, দুটো বিচারধারার দ্বন্দ্ব।

হয়ত এ দ্বন্দ্বের মধ্যে এমনও ঘটতে পারে যে, সমস্ত জাতির সামনে মাও সে-তুঙের এতবড় একজন 'হিরো' হওয়ার বিরুদ্ধে কারোর কারোর ব্যক্তিগত 'ইগো' (অহম্) মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। এমন ঘটনা ঘটাও খুবই স্বাভাবিক। যাঁরা প্রথমে মাও সে-তুঙকে নেতা মেনে বড় হয়েছেন, খানিকটা বড় হওয়ার পর তাঁদের মধ্যেও ব্যক্তিবাদের লক্ষণ দেখা দিতে পারে এবং তাঁরাও মনে করতে শুরু করতে পারেন যে, তাঁরাই বা কম কী! ব্যক্তিপূজার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আড়ালে আসলে তাঁরা চাইছেন, এবার তাঁদের নামও একটু হোক্। আবার, নেতৃত্ব সম্বন্ধে সাধারণ কমিউনিস্ট ও জনসাধারণের যান্ত্রিক ধারণাকে সাময়িকভাবে হলেও প্রশ্রয় দিতে গিয়ে বিন্দুমাত্র অসতর্ক হলে মাও সে-তুঙ নিজেও এর 'ভিক্টিম' (শিকার) হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু, এখানে এগুলো মূল বিচার্য নয়। মনে রাখতে হবে, এগুলো থাকলে বিষয় জটিল হবে আরও। যেটা হয়ত অনেক সহজে মীমাংসা হয়ে যেতে পারত, সেটা ঘোরালো হবে। ফলে, হয়ত অনেকের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরে যাবে। যেমন, অনেক স্তরের লোক বেরিয়ে গেছে, বা 'স্পেয়ার্ড' হয়েছে; তেমন হয়ত লিউ শাও-চি বা আরেকটা গ্রুপ — তারা 'স্পেয়ার্ড' হয়ে যাবে। পার্টির মধ্যে আরেকটা বিরাট 'পার্জ' হবে। আবার হয়ত দেখা যেতে পারে যে, এতবড় একটা কাণ্ডের পরেও পার্টি মূলত সংখ্যাগরিষ্ঠকে 'পারস্যুয়েড' (যুক্তি দ্বারা স্বমতে এনে) করে নিয়ে একটা নগণ্য 'পার্জ'-এর মধ্য দিয়ে এতবড় একটা সমস্যা সফলতার সাথে সমাধান করে

ফেলল। যদি এরকম ঘটে, যার সম্ভাবনাই বেশি, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কোন কারণ নেই। এই 'মেথড্' (পদ্ধতি)-এর মধ্যে সে জিনিসটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কারণ, দেশজোড়া জনতাকে জড়িয়ে যে কায়দায় সংগ্রাম পরিচালনা করা হচ্ছে, সেই পদ্ধতির মধ্যেই এই সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে।

লেখার প্রকাশভঙ্গিতে নানাধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি

তৃতীয়ত চীনের পত্রপত্রিকায় যে সমস্ত লেখা বেরোচ্ছে, তার 'এ্যাপ্রোচ্'-এর মধ্যেও কিছু কিছু ত্রুটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, এবং সে নিয়েও আপনাদের কিছু প্রশ্ন আছে। একথা ঠিক যে, তাদের অনেকেরই লেখায় কিছু কিছু ত্রুটি আছে। কিন্তু, এখানে আরেকটা কথাও ভেবে দেখতে হবে। তা হচ্ছে, যাঁরা এই সমস্ত লেখেন, তাঁদের সবারই চিন্তাগত মান এক স্তরের নয়। তাঁদের মধ্যে পার্থক্য আছে, থাকা স্বাভাবিক। কারণ, শ্রম বিভাগ আছে। কাজেই হয় কী? একজন লেখেন — পার্টির চিন্তার ভিত্তিতেই লেখেন, একরকমভাবে তাঁর মতো করে তিনি সেটাকে তুলে ধরেন। দেখা গেল আরেকজন লোক পরে সেই লেখার 'এক্সপ্রেশন্' (অভিব্যক্তি)-এর মধ্যে কিছু মৌলিক পয়েন্টে বিচ্যুতি ধরেছেন। কিন্তু তখন লেখাটা ছাপা হয়ে চলে গেছে। এক্ষেত্রে বাইরের লোক তো বলতে পারে, এইটাই পার্টির চিন্তা। এরকম তো হয়। আমাদের মধ্যেও কোন কোন সময় ঘটে। এটা ঘটে প্রধানত যাঁরা লেখেন, তাঁদের সকলের মধ্যেই চিন্তার সর্বোচ্চ যে ন্যূনতম মান থাকলে এটা ঘটে না, তা না থাকার জন্য। কিন্তু, এখানেও একটা কথা মনে রাখতে হবে — প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ এই ন্যূনতম মান থাকলেও যাঁরা লেখেন, তাঁরা সবাই এক স্তরের নন। একজনের লেখা খুব 'প্রিসাইজ' (পরিষ্কার ও যথাযথ) হয়, আরেকজন সেই একই বক্তব্য নিয়ে লিখতে গেলে অনেক কেঁচে গণ্ডুষ হয়। এখানে খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন, যুগোস্লাভ পার্টির সঙ্গে যখন চীনের পার্টির মূল মতাদর্শগত প্রশ্ন নিয়ে 'পলিমিক্স' চলছিল, তখন টিটোর পার্টির সংশোধনবাদী মতাদর্শ ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিরোধিতা করতে গিয়ে চীনের পার্টি যেসব বক্তব্য, যুক্তি ও লেখা পেশ করেছে, সেগুলো আমি সমর্থন করি। কিন্তু, আমি লক্ষ্য করেছি, যুগোস্লাভিয়ার বক্তব্য বিষয় সম্পূর্ণরূপে মার্কসবাদের মূল নীতিবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও চীনের পার্টির অভিযোগের উত্তর করতে গিয়ে তারা তাদের যুক্তিধারা লেখার মধ্য দিয়ে কত সুন্দরভাবে উপস্থিত করেছে। কার্ডেল্জ, যিনি হচ্ছে আমার মতে বর্তমান যুগের সংশোধনবাদের জন্মদাতা — চিন্তাগত ক্ষেত্রে ক্রুশ্চেভ তাঁর একটি ছায়া মাত্র — এই বিকৃত দার্শনিক মার্কসবাদকে কলুষিত করেছেন, কিন্তু 'হাইলি ইকুইপ্ড্' (তত্ত্বগত দিক থেকে সমৃদ্ধ)। তাই তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনার কায়দা চীনের ঐসব লেখকদের চাইতে অনেক 'পাওয়ারফুল' (শক্তিশালী) ছিল। কারণ, এখানে কার্ডেল্জ নিজে লিখেছেন, আর চীনের তরফ থেকে হয়ত পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর কোন একজন সদস্য লিখেছেন। সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা সব মার্কস, এঙ্গেলস্, লেনিন, স্ট্যালিন এবং মাও সে-তুংয়ের মত তত্ত্বগত দিক থেকে এত উন্নত নয়, এরকম হতে পারে না। এত সোজা নয় ব্যাপারটা। তবে একটা নিম্নতম মান তো আছে নিশ্চয়ই এবং সেটা আমাদের মধ্যে যে নিম্নতম মান রয়েছে, তার চেয়ে যে অনেক উন্নত — এটা তো আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবেই ধরে নিতে পারি। কিন্তু, তবু এ ধরনের লেখায় একেবারে ভুল হবে না — এমন হতে পারে না। বক্তব্য উপস্থাপনায় অনেক ত্রুটি থাকতে পারে, সবসময় 'প্রিসাইজ্ সায়েন্টিফিক এ্যাপ্রোচ' (যথাযথ বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিভঙ্গি) নাও হতে পারে। আর একটি বিষয়ও এখানে আমি বলব। লেখার সময় নানারকম ঝোঁক থাকে — যেমন, 'ব্যান্টার' (পরিহাস) করা, অহেতুক বিশেষণ প্রয়োগ করা, কড়া কড়া শব্দ ব্যবহার করা, এমনকী বিকৃতভাবে 'কারেক্টারাইজ' (চরিত্র অঙ্কন) করা — এগুলো লেখার মধ্যে আসতে চায়। এইসব ঝোঁক এলে লেখার সময় আমেজও আসে। কাজেই মানুষ অনেক সময় এই আমেজের 'ভিক্টিম' হয়ে যায়। সবসময় তার থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। ফলে, বিপ্লবের সামনে, আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলোর সামনে, যাদের বিরুদ্ধে লেখা হচ্ছে, অন্তত তাদের সমর্থকদের মানসিকতাকেও বুঝে, উদ্দেশ্য পরিপূরণ করার প্রয়োজনকে বিবেচনার মধ্যে রেখে অনেক সময় এ লেখাগুলো হয় না। এর ফলে অনেক ক্ষতি হয় এবং খানিকটা হয়েছেও তাই। উদ্দেশ্যকে পুরোপুরি সামনে রেখে কখন কতখানি 'এম্ফ্যাটিকালি' (জোরের সাথে) বলতে হবে, কখন লেখাকে কতখানি সংযত করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আবেগ, বলবার ধরন ও ব্যক্তিগত 'ইমোশ্যনাল ফার্ভার' (আবেগের তীব্রতা)-কে প্রয়োজন মত কতখানি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, লেখবার সময় এমন ধরনের লেখা তিনিই লিখতে পারেন, যাঁর নিজের 'ইমোশ্যনাল ফ্যাক্টর'-এর ওপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ

ক্ষমতা আছে। সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা যাঁরা লেখেন, তাঁরা সব এমন উন্নতমানের ব্যক্তি না হলেই সব বরবাদ হয়ে যাবে — এরূপ মনে করা ঠিক নয়। এও আরেকটা দিক।

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তত্ত্বগত দুর্বলতার কয়েকটি দিক

এখন, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তত্ত্বগত দিকটায় কিছু কিছু দুর্বলতা রয়েছে। সে সম্পর্কে আমার কিছু সমালোচনা, ভ্রাতৃপ্রতিম সমালোচনা আছে — সেগুলি আমি বলব। তত্ত্বগত ক্ষেত্রে এই দুর্বলতাগুলি এবং পার্টির চিন্তা ও ব্যবহারগত ক্ষেত্রে যে যান্ত্রিকতার প্রভাব রয়েছে, অদূর ভবিষ্যতে সেগুলি দূর করতে না পারলে একটা আশঙ্কা থেকেই যাবে। যেমন, সত্যিকারের কমিউনিস্টরা সকলেই জানেন যে, ক্রমাগত সংস্কারবাদের চর্চা করতে করতে একটা সমাজতান্ত্রিক দেশও পুঁজিবাদে ফিরে যেতে পারে। এ সম্পর্কে চীনের পত্রপত্রিকায় যে বক্তব্য আছে, তাতে এই ধরনের পরিবর্তন, বিবর্তনের পথ বেয়েও হতে পারে বলে নানা জায়গায় উল্লেখ করা আছে। তাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে পিছিয়ে আসা 'ইভোলিউশ্যন' (বিবর্তন) -এর পথ বেয়েই হতে পারে বলে বলেছেন। আমার মতে এভাবে বলা ভুল। সমাজতন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে পিছিয়ে আসাটাও সমাজের একটা আমূল পরিবর্তন। সেটা কেবলমাত্র বিবর্তনের পথে ঘটা সম্ভব নয়। সমাজতন্ত্র থেকে যখন সত্যিসত্যিই পুঁজিবাদ আবার এসে গেল, তখন সর্বদাই মনে রাখতে হবে, সমাজতন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে ফিরে আসার মধ্যেও একটা 'ব্রেক' (ছেদ) আছে — সেই অর্থে এটাও একটা আমূল পরিবর্তন। কিন্তু, যেহেতু 'বিপ্লব' কথাটা সর্বদাই বিকাশ ও অগ্রগতির অর্থে ব্যবহার করা হয় এবং বিশেষ করে সমাজবিজ্ঞানে 'বিপ্লব' কথাটা আমরা অগ্রগতির অর্থেই ব্যবহার করি, সেহেতু এক্ষেত্রে তা বলা উচিত নয়। কিন্তু, মৌলিক পরিবর্তনের অর্থে নিশ্চয়ই এটা বিপরীতদিকে 'অ্যাব্‌রাপ্ট'(আকস্মিক) পরিবর্তন — অর্থাৎ 'কাউন্টার-রেভোলিউশ্যন (প্রতিবিপ্লব)। একটা 'নোডাল পয়েন্ট' (চরম মুহূর্ত) আছে, যেটা এই 'অ্যাব্‌রাপ্ট' পরিবর্তনটাকে চিহ্নিত করছে। সমাজবিজ্ঞানে সেটা সবসময় ধরা যায় না। এই ধরা যায় না বলে কোন পরিবর্তনই, যার ফলে একটা বিশেষ রূপ অন্য একটা বিশেষ রূপে মূলগতভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়, সেটা কোনদিনই শুধু বিবর্তনের পথে হয় না। সবসময়ই তা বিবর্তনের পথ বেয়ে শেষপর্যন্ত বিপ্লবাত্মক, বা 'অ্যাব্‌রাপ্ট' পরিবর্তন। এখন, এক্ষেত্রে 'বিপ্লব' কথাটা ঠিক 'অ্যাপ্রোপ্রিয়েট্' (সঙ্গত) নয় বলে তাঁরা অনায়াসেই এই পরিবর্তনটাকে — বিবর্তনের পথ বেয়ে প্রতিবিপ্লবাত্মক পরিবর্তন বলতে পারতেন। তাহলে বিবর্তন কথাটা নিয়ে আর কোন 'কনফিউশন' হতে পারত না। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, এ ব্যাপারে চিন্তার স্বচ্ছতা প্রকাশ পায়নি। পার্টি নেতৃত্বের সর্বোচ্চ কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত দলিলের মধ্যে যদি এইরূপ অভিব্যক্তি না ঘটতো, তবে আমি সহজেই মনে করতে পারতাম যে, যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা লেখবার সময় এ ধরনের শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন না করার ফলেই এরূপ ঘটেছে। এরূপভাবে বলার পিছনে আর একটা 'কনফিউশ্যন'ও কাজ করে থাকতে পারে। সবসময় সংঘর্ষের মারফতই এইরূপ পরিবর্তন সাধিত হবে — এমন কোন কথা নেই। পার্টির নেতৃত্ব শোধনবাদীরা করায়ত্ত করার পর ধীরে ধীরে সূক্ষ্মভাবে গোপনে গোপনে মার্কসবাদী চিন্তাধারা এবং আচরণকে দূষিত করতে করতে এমন অবস্থায় সমাজকে নিয়ে যেতে পারে, যেখানে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রাণবস্তু আর কিছু রইল না, শুধু শব্দগুলি থাকল এবং এইভাবে সমাজতন্ত্রের বদলে কার্যত পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। সমস্ত শ্রমিকশ্রেণীই চিন্তাগত ও সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে অত্যন্ত অনুন্নত মানের জন্য এই পরিবর্তনটা ধরতেই পারল না, প্রতিরোধ করতে পারল না শেষপর্যন্ত। একদিনে ঘটবে না। কিন্তু, দীর্ঘদিন ধরে শোধনবাদের রাস্তায় চলার ফলে এরূপ ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয়। কিন্তু, সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে এই পরিবর্তন সাধিত হল না বলেই, শুধুমাত্র 'ইভোলিউশ্যনে'র পথে ঘটেছে— এভাবে বলা ভুল। কারণ, সমাজতন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে প্রত্যাবর্তনের মধ্যেও বিবর্তন ও বিপ্লব — এক্ষেত্রে প্রতিবিপ্লব — এই দু'ধরনের প্রক্রিয়াই কাজ করে, যে প্রক্রিয়াকে 'কনটিনিউয়িটি' (নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তন) এবং 'ব্রেক' (আমূল পরিবর্তন) দুটিকে মিলিয়ে বুঝতে হবে।

নেতৃত্ব সম্পর্কে আজও যান্ত্রিক ধারণা বর্তমান

দ্বিতীয়ত, চীন বিপ্লবের মধ্যে মাও সে-তুংয়ের মহান নেতা হিসাবে অভ্যুত্থান একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ক্ল্যাসিক্যাল বুর্জোয়া বিপ্লব বা আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী বিপ্লবের যুগেও বিভিন্ন দেশে বিপ্লব সংগঠিত করার

ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ মহান নেতার অভ্যুত্থান ঘটেছে। আবার, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগেও আমরা দেখেছি, বিভিন্ন দেশে যেখানেই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লব সফল হয়েছে, সেখানেই এই ধরনের মহান নেতার অভ্যুত্থান ঘটেছে। কিন্তু, বুর্জোয়া বিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব — এই দুই ধরনের বিপ্লবের মধ্যেই কোন একজন নেতার এই যে বিশেষ নেতৃত্বকারী ভূমিকা ঐতিহাসিক প্রয়োজন হিসাবে দেখা দিয়েছে, তার মধ্যে মূল চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যকেও ভাল করে বুঝতে হবে। বুর্জোয়া বিপ্লব যেহেতু উৎপাদনের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা ও কর্তৃত্বের ভিত্তিতে এক অর্থে ব্যক্তিবাদ ও ব্যক্তিত্বের বিকাশের বিপ্লব, সেহেতু সে যুগের মডেল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বা 'ফর্মাল' (আনুষ্ঠানিক) গণতান্ত্রিক রূপের মধ্যেও নেতৃত্ব আসলে সর্বদাই ব্যক্তিনেতৃত্ব রয়ে গিয়েছে। ফলে, ব্যক্তিনেতৃত্ব এরূপ ক্ষেত্রে খানিকটা যেন বাইরে থেকে, অর্থাৎ ওপর থেকে সমষ্টিকে পরিচালনা করেছে। কিন্তু, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে যৌথ নেতৃত্বের ধারণা — যেহেতু, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে ব্যক্তি-মালিকানা, ব্যক্তি কর্তৃত্ব ও অধিকারের বদলে সামাজিক মালিকানা ও শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণের যৌথ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিপ্লব — সেহেতু, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের ধারণাও যৌথ নেতৃত্বের ধারণা হিসাবে গড়ে উঠেছে। তাই শ্রমিকশ্রেণীর দলের মধ্যে সমস্ত সদস্যের চিন্তাভাবনা দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে দলের যৌথ নেতৃত্ব গড়ে ওঠে এবং একজন নেতার মধ্য দিয়ে এই যৌথ নেতৃত্বের 'পার্সনিফিকেশন' (ব্যক্তিকরণ)-ই হচ্ছে এই যুগে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে ব্যক্তিনেতৃত্বের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কাজেই পার্টি কর্তৃক দলের নেতা, কর্মী ও জনগণের ওপর মাও সে-তুংকে নেতা হিসাবে চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপার এটা নয়। অথচ, আশ্চর্যের বিষয়, আজও চীনের এবং দুনিয়ার বেশিরভাগ কমিউনিস্টদের মধ্যে চীন বিপ্লবের নেতৃত্বের এই বিশেষীকৃত রূপ সম্বন্ধে যে ধারণা রয়েছে তা যান্ত্রিকতা দোষে দুষ্ট। একথা ঠিক যে, এই বিশেষীকৃত যৌথ নেতৃত্বের তত্ত্বগত দিকটা জনসাধারণ আজই হয়ত এত ভাল করে বুঝবে না। বর্তমান অবস্থায় তাদের ক্রিয়ার মধ্যে খানিকটা ব্যক্তিনেতৃত্বের প্রতি মোহ ও যান্ত্রিকতার ঝোঁক থাকবেই। কিন্তু যে জায়গায় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তত্ত্বগত ক্ষেত্রে দুর্বলতা তা হল, নেতারাও যাঁরা মাও-এর 'থট্' (চিন্তা) বলে গীতা আওড়াচ্ছেন, তাঁরাও কেন এটা করছেন, তার একটা তত্ত্বগত সঠিক ধারণা এবং ব্যাখ্যা না নিজেদের মধ্যে না দুনিয়ার সামনে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। ইদানীংকালে মাও সে-তুংয়ের নেতৃত্ব নিয়ে যখনই ব্যক্তিপূজার অভিযোগ উঠেছে, তখন এঁদের উত্তর করতে দেখা গেছে যে, "যেমন লড়াইয়ে সেনাপতির দরকার হয়, তেমনি প্রত্যেক লড়াইয়ে একজন নেতার দরকার হয় — এর আবার গুরুবাদ কী?" কিন্তু, এভাবে বললে তা পুরোপুরি তত্ত্বগত দিক থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় না। সোভিয়েট ইউনিয়নের সংশোধনবাদী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যে বিপ্লবী 'স্প্লিন্টার গ্রুপ' (বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র গোষ্ঠী) রয়েছে, তাদেরও যে মূল রাজনৈতিক ডকুমেন্টটি প্রথমে প্যারিসে প্রকাশিত হয়, তাতে দেখা গেছে, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তাঁরা বলছেন, "হ্যাঁ, আমরা মাও সে-তুংকে মানি, আর হোক্সাকে মানি। এই দুই সেনাপতির অধীনে আমরা সন্নিবেশিত। কারণ, লড়াইয়ে সেনাপতির দরকার। আমরা লড়াই চাই, সেনাপতি ছাড়া লড়াই হবে না। 'কাল্ট'-এর কথা বা এইসব কথা হচ্ছে বুর্জোয়াদের কথা।"

শ্রমিকশ্রেণীর যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত রূপই হচ্ছে ব্যক্তিনেতৃত্ব

এত সহজভাবে বুঝলে যে জিনিস পার্টির মধ্যে জন্ম নেবে, তা যৌথ নেতৃত্বকে দুর্বল করবে, আদর্শগত আন্দোলনকে দুর্বল করে ফেলবে। বোঝাটা যদি এই স্তরেই থেকে যায়, তাহলে ক্রমাগত বিপ্লবী চেতনা বৃদ্ধি ও চরিত্র গড়ে তোলবার জন্য যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংগঠিত করা হল, এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আশু কর্মসূচি সফল হওয়ার পর আবার তা নতুন করে বাধা সৃষ্টি করে চলবে। কাজেই এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস তাদের করা উচিত ছিল — তা হচ্ছে, মাও সে-তুংকে সমস্ত জনসাধারণ এবং জাতির সামনে ঈশ্বর সৃষ্টি করার পূর্বে অন্তত পার্টির অভ্যন্তরে এই ধারণাকে ভাববাদের ঈশ্বর ধারণা বা বুর্জোয়াদের ব্যক্তিনেতৃত্বের ধারণা এবং ব্যক্তিবাদ ও অন্ধ ধারণা থেকে মুক্ত করার জন্য — ইহা কীভাবে দ্বান্দ্বিক বিকাশের পথ বেয়ে শ্রমিকশ্রেণীর যৌথ নেতৃত্বের একটি বিশেষীকৃত রূপ হিসাবে ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছে — তাকে সঠিক তত্ত্বগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা। চীনের পার্টি এখনও তা করতে সক্ষম হয়নি। মাও সে-তুংকে নেতা হিসাবে জাতির সামনে উপস্থাপিত করার প্রয়োজন আছে — এভাবে সমস্ত জিনিসটাকে তারা দেখছে। ফলে, তার ব্যবহারও করছে অত্যন্ত যান্ত্রিক উপায়ে। তাদের যুক্তিটা

হচ্ছে অনেকটা এরকম যে, "যতক্ষণ মাও সে-তুং 'রাইট' (ঠিক), ততক্ষণ এতে ক্ষতি কী? তিনি সঠিক নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং আমরা তাঁকে মেনে চলছি। নেতা তো একজন চাই।"

কিন্তু, প্রশ্নটাকে শুধু এভাবে দেখলে চলে না। এর অন্য দিকটাও দেখতে হবে। আমিও মনে করি, মাও সে-তুংয়ের নাম তাদের এইভাবে ব্যবহার করতে হবে। এটা যাদুদণ্ডের মত কাজ করছে। জনতাকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে এ অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্র। এ বাদ দেওয়া যায় না। এ জিনিস কমবেশি মাত্রায় পার্থক্য থাকবে, কিন্তু বিভিন্ন দেশে বিপ্লব সংগঠিত করার ক্ষেত্রে এ বার বার দেখা দেবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির তত্ত্বগত মান একটা বিশেষ উন্নত স্তরে না পৌঁছায়। এমনকী পার্টির মধ্যেও তত্ত্বগত সেই মানটা বিপ্লবের সময়ে এবং বিপ্লবের পরেও যে রক্ষা করা সবসময় সম্ভব হয় না — এতো দেখাই যাচ্ছে পরিষ্কার। রাশিয়ার বিপ্লবেও দেখা গেছে, চীন বিপ্লবেও দেখা যাচ্ছে। চীনের যে সমস্ত লেখা পাওয়া যাচ্ছে, তাতে এ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে পরিষ্কার। অর্থাৎ, বাস্তব প্রয়োজনে জনতাকে উদ্বুদ্ধ করার দিক থেকে মাওকে নেতা হিসাবে জনতার সামনে উপস্থিত করার এই যে পদ্ধতিটা তারা নিচ্ছে, এটা আজ তাদের প্রয়োজনকে ভালভাবে মেটাচ্ছে — এ সবই সত্য কথা। কিন্তু, নেতৃত্বের বিকাশ সংক্রান্ত এই বিষয়টিকে বিজ্ঞানসম্মত দ্বন্দ্বমূলক যুক্তিবিজ্ঞানের ভিত্তিতে তত্ত্বগত দিক থেকে 'ওয়েল রিজনিং' (সুস্পষ্ট যুক্তি) এবং ইতিহাসসম্মত আলোচনার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে তারা আজও সক্ষম হয়নি। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত রূপ হিসাবে একজন নেতার অভ্যুত্থান ঘটে, ততক্ষণ মনে রাখতে হবে —'যৌথ নেতৃত্ব, যৌথ নেতৃত্ব' বলে যতই দাবি করা হোক না কেন — তা আসলে 'ফর্মাল ডেমোক্র্যাটিক' নেতৃত্ব। যখন কোন নেতার মধ্য দিয়ে পার্টির সমস্ত সদস্যের যৌথচিন্তা ও ভাবনাধারণার সামগ্রিক ও সবচেয়ে উন্নত ও সুন্দরতম প্রকাশ ঘটে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে বলতে গেলে তখনই একমাত্র পার্টি যৌথ নেতৃত্বের জন্ম দিতে সক্ষম হয়, এবং তাই হচ্ছে যৌথ নেতৃত্বের একমাত্র বিশেষীকৃত রূপ। যৌথ নেতৃত্বের বিকাশের এই স্তরেই একমাত্র পার্টির অভ্যন্তরে ব্যক্তিবাদের প্রচ্ছন্ন প্রভাবের ফলে যে আলট্রা ডেমোক্র্যাসি'র প্রবণতা প্রায়শই দেখা দিয়ে থাকে, তাকে সমূলে উৎপাটন করা এবং গণতন্ত্রের নানা বুক্‌নির আড়ালে সর্বহারা গণতন্ত্রের নীতিবিরোধী সর্বপ্রকার ব্যক্তিবাদী ঝোঁককে পার্টির অভ্যন্তরে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করা সম্ভব। যৌথ নেতৃত্ব সম্বন্ধেচীনের লেখাগুলির মধ্যে এখনও অত্যন্ত মামুলী ধারণার প্রকাশ দেখতে পাই। এখনও সেই ফর্মাল ডেমোক্র্যাসির (আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্র) নীতি অনুযায়ী কমিটির অধিকাংশের সিদ্ধান্তকেই পার্টির মধ্যে যৌথ নেতৃত্ব বলে তাঁরা মনে করেন। যৌথ নেতৃত্ব সংক্রান্ত চিন্তাধারা তাঁরা এর বেশি আজও 'ডেভেলপ্' (উন্নত) করাতে সক্ষম হননি। একদিকে মাও সে-তুংয়ের মহান নেতা হিসাবে ঐতিহাসিকভাবে অভ্যুত্থান এবং অপরদিকে নেতৃত্ব সম্বন্ধে চীনের পার্টির ধারণা যদি এই স্তরে থেকে যায়, তাহলে সাধারণ কর্মী তো বটেই, নেতারাও অন্ধ এবং যান্ত্রিক অভ্যাসের মধ্যে গিয়ে পড়বেন। যে সমস্ত নেতা ও সক্রিয় কর্মী এ আন্দোলন পরিচালনা করছেন, তাঁরা যদি দীর্ঘদিন নেতৃত্ব সম্বন্ধে এরূপ যান্ত্রিক ধারণার শিকার হয়ে থাকেন, তাহলে এতবড় একটা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরেও চীনা সমাজে এবং পার্টির মধ্যে গুরুবাদের সমস্ত কুফলগুলো একে একে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকবে। কাজেই এ সম্বন্ধে এখন থেকেই সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

কোটেশন ব্যবহারের ক্ষেত্রে যান্ত্রিকতার প্রভাব

তৃতীয়ত, ইদানীং চীনা পার্টির কর্মীদের এবং জনসাধারণের মধ্যে সাধারণভাবে কোটেশন আওড়ানো, বিশেষ করে মাও সে-তুংয়ের কোটেশন আওড়ানোর একটা প্রচণ্ড ঝোঁক দেখা দিয়েছে। প্রয়োজন মত এবং অন্যের পক্ষে সত্যকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে সুবিধা হয় বলে অনেক সময় অথরিটিকে 'কোট' করার দরকার হয়। এর প্রয়োজন আছে — একথা ঠিক। কিন্তু, ঠিকভাবে না বুঝে, কী অর্থে এবং কী পরিস্থিতিতে, কোন্ সমস্যার সম্মুখীন হয়ে কথাটা বলা হয়েছিল তা সম্যকভাবে উপলব্ধি না করে অন্ধের মত আপন আপন আশু উদ্দেশ্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কোটেশন ব্যবহার করতে থাকলে — তার দ্বারা বহু বিপত্তির সৃষ্টি হতে পারে এবং হচ্ছেও। যেমন, ১১তম প্লেনারি সেশানের যে দলিলটি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে এক জায়গায় পার্টিবডির কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত যেসব নেতারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিরোধিতা করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে এই বলে আক্রমণ করা হয়েছে যে, তাঁরা নির্দেশ দিয়েছেন — "সাংস্কৃতিক বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী সমস্ত কর্মীদের পার্টিবডির সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে।" তাঁদের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে — "এ

নির্দেশ কর্মীদের অন্ধতা ও দাসত্বের মনোভাব বাড়িয়ে তুলবে। কারণ, মাও সে-তুং বলেছেন, 'এভরি কমিউনিস্ট শ্যাল ইউজ হিজ ওন হেড' — অর্থাৎ, পার্টিতে যা সিদ্ধান্ত হবে, তা কার্যকরী করার ব্যাপারে প্রতিটি কমিউনিস্টই তাদের মস্তিষ্ক প্রয়োগ করবে।" এইভাবে বললে পার্টিবিরোধী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আশু উদ্দেশ্য হয়ত সিদ্ধ হবে, কিন্তু ভবিষ্যতে এইভাবে যুক্তি করার কুফল পার্টির আভ্যন্তরীণ জীবনে প্রকট হয়ে দেখা দিতে পারে। প্রতিটি কোটেশনকে বাস্তব অবস্থার পটভূমিতেই প্রয়োগ করা উচিত। কিন্তু, এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। বাস্তব অবস্থার পটভূমি বিশ্লেষণ করে — কী অর্থে এবং কোন্ সত্য প্রতিভাত করতে এই কোটেশনটি সাহায্য করছে, সেইদিকে বিন্দুমাত্র খেয়াল না করে, পার্টিবডির উপরোক্ত এমন এক নির্দেশের বিরুদ্ধে কোটেশনটির প্রয়োগ করা হয়েছে — যে পদ্ধতি অনুসরণ যে কোনও 'ডেমোক্র্যাটিক্যালি সেন্ট্রালাইজ্ড' (গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীভূত) কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে কাজ চালাতে হলে অবশ্য প্রযোজ্য। পার্টিবডিগুলির আভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক প্রকৃতিতে কোন্ বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার দরুণ এক্ষেত্রে এ ধরনের নির্দেশ অমান্য করার মধ্যেই মাও সে-তুংয়ের বিপ্লবী লাইনের অনুসরণকারী কমিউনিস্টদের সত্যিকারের নীতিসম্মত স্বাধীন চেতনা ও 'এথিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড' (রুচিসম্মত মান) ও 'ডিসিপ্লিন'-এর পরিচায়ক, তা বিশদভাবে আলোচনা করে না দেখাবার ফলে ভবিষ্যতে কমিউনিস্ট কর্মীদের মধ্যেই নীতিহীন স্বাধীন আচরণের ঝোঁক দেখা দিতে পারে। অন্ধ শৃঙ্খলাবোধের ধারণাকে ভাঙতে হবে বলে নিজেদের আশু স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নীতিহীন স্বাধীন আচরণের ঝোঁককে প্রশ্রয়দান — নিঃসন্দেহে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির শৃঙ্খলাবোধ ও নীতিবিরোধী।

যে সমস্ত পার্টি নেতা সাংগঠনিক কর্তৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন, তাঁরা যদি তাঁদের পদমর্যাদার সুযোগ নিয়ে পার্টির বিপ্লবী রাজনৈতিক লাইনকে ভিত্তি করে যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংগঠিত করা হচ্ছে, তাকে স্তব্ধ করার হীন উদ্দেশ্যে পার্টি ডিসিপ্লিনের এই নীতিটি অবলম্বন করেন, তাহলে সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। ডিসিপ্লিন ও পার্টির প্রতি আনুগত্য সংক্রান্ত নীতি সম্বন্ধে সঠিক উপলব্ধি গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে বাস্তব অবস্থার পটভূমির ভিত্তিতেই মাও সে-তুংয়ের ঐ কোটেশনটি দেওয়ার সার্থকতা রয়েছে। যেখানে কোন পার্টি নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামটা মৌলিক চরিত্রের এবং একটা সংগ্রাম, যেটা পার্টিরই সর্বোচ্চ নেতৃত্ব চালু করেছে এবং করবার সম্মতি দিয়েছে, সেখানে পার্টির নেতারা, যারা পার্টির কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত থাকার সুযোগ নিয়ে — 'পার্টি বডির নির্দেশ মেনে চলতে হবে' — এই যুক্তির দ্বারা সংগ্রামটাকেই মারতে চায়, তারা আসলে নেতৃত্বের কায়েমী স্বার্থ এবং কর্মীদের মধ্যে অন্ধতা এবং দাসত্বের মনোভাবকেই বজায় রাখতে চায়। এই পরিপ্রেক্ষিতের ভিত্তিতে মাও সে-তুংয়ের কোটেশনটি ব্যবহার করলে আমার বলার কিছু ছিল না। কিন্তু, যেভাবে এর ব্যবহার চলছে, তা নিঃসন্দেহে যান্ত্রিকতার দোষে দুষ্ট। আজ হয়ত এভাবে বলা তাদের পক্ষে সুবিধা। কিন্তু, এইরূপ যান্ত্রিকভাবে জিনিসটাকে বুঝলে বিরুদ্ধ শক্তি ভবিষ্যতে আবার এই যুক্তিতেই জনসাধারণকে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে। ফলে, এতে বিপদ আছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বিরুদ্ধ শক্তিগুলির বিরুদ্ধে আজ এই যে তীব্র সংগ্রাম পরিচালনা করা হচ্ছে — এর উদ্দেশ্য কী? এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, শেষপর্যন্ত শতকরা ৯৫ ভাগ পার্টি সভ্য ও জনসাধারণের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য এবং 'ইউনিফর্মিটি অফ থিংকিং' (চিন্তার ঐক্য) গড়ে তোলা। এর মানে শেষপর্যন্ত তারা 'সেন্ট্রালিজম্' (কেন্দ্রিকতা)কেই পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে এবং তাকে আরও শক্তিশালী করতে চাইছে। পার্টির অভ্যন্তরে এবং পার্টি ও জনগণের সম্পর্কের মধ্যে উন্নততর সেন্ট্রালিজম্ গড়ে তোলার জন্যই এরূপ বিচিত্র, বিরাট ও জটিল সংগ্রাম তারা শুরু করেছে। কাজেই শুধুমাত্র আশু সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে কোনরূপ আচরণ করাই উচিত নয়।

যেমন মাও সে-তুংয়ের আরেকটা কথা ধরা যাক্ — "নাগরিকরা জানবে, আর সৈনিকেরা জানবে এবং কাজ করবে।" অর্থাৎ, নাগরিকদের শুধু জানলেই চলবে; কিন্তু, তারাই হল সৈনিক — যারা জানে এবং কাজ করে, ক্রিয়া করে। কথাটা যদিও নতুন নয়, তবুও কী সুন্দরভাবে তার প্রকাশ। নাগরিকদের, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের বিপ্লবের তত্ত্বটাকে বিপ্লবের আন্দোলনটাকে অন্তত ভাসাভাসাভাবে হলেও জানা দরকার। সব মানুষ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেয় না। কিন্তু, বিপ্লবের তত্ত্বকে ভাসাভাসাভাবে উপলব্ধি করার ফলে নাগরিকরা বিপ্লবের 'প্যাসিভ' (পরোক্ষ) সমর্থকে পরিণত হয়। তারা শুধু জানে এবং ভাসাভাসাভাবে উপলব্ধি করে, ক্রিয়া করে না। কিন্তু, তাদের সেই জানা এবং ভাসাভাসা উপলব্ধির মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত ক্রিয়া রয়েছে

বলেই তারা বিপ্লবের 'প্যাসিভ' সমর্থকে পরিণত হয়। আর একদল লোক, যারা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেয়, তাদের মাও সে-তুং সৈনিক বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাদের এমনভাবে জানা দরকার, যাতে করে তত্ত্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে তারা সক্ষম হয়। এখানে 'জানা' শব্দটি যথার্থ জ্ঞানের অর্থে বলা হচ্ছে। কথাটার মধ্য দিয়ে 'জানা'র দু'টি সুস্পষ্ট স্তরকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। একটি ভাসাভাসাভাবে জানা, আরেকটি জানা অর্থে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা। কিন্তু সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য না বুঝে অন্ধের মত 'কোট' করার বদঅভ্যাস থাকার দরুণ অনেকে মনে করেন, সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করেও তত্ত্বকে সঠিকভাবে জানা যায়। কারণ, মাও সে-তুং বলেছেন, নাগরিকরা জানবে এবং সৈনিকেরা জানবে ও কাজ করবে। কাজেই সংগ্রামে যুক্ত না থেকে এবং কাজ না করেও তাদের জানার বাধা কোথায়? ফলে এরূপ অনেককেই ভাবতে দেখা যায় যে, তারা সংগ্রামের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না থেকেও অর্থাৎ সৈনিক না হতে পারলেও — তারা মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট। এই সব ভদ্রলোকেরা সংগ্রাম ব্যতিরেকেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে জেনে যারা সত্যিকারের সৈনিক, অর্থাৎ কর্মী, তাদের মাথার ওপর বসে ক্রমাগত তাদের মস্তক চর্বণ করবে। ফলে, এমন একটি সুন্দর কথাও সঠিকভাবে বুঝতে না পারলে তার দ্বারা যে কত অসুবিধা ও উৎপাতের সৃষ্টি হতে পারে, তার ইয়ত্তা নেই। কাজেই 'কনটেক্সট' (প্রসঙ্গ) ছেড়ে এসে কথাগুলো বললে বা বুঝলে চলে না। কথাগুলো তাদের নিজ নিজ পরিপ্রেক্ষিতে খুবই সঙ্গত, খুবই কার্যকরী এবং ঠিক জায়গায় ঠিকভাবে প্রয়োগ করলে তার ফলও ভাল হয়। এক জায়গায় এক অবস্থায় যে কথাটি সত্যকে প্রতিফলিত করে, অন্য পরিস্থিতিতে এবং অন্য জায়গায় সে বাস্তব সত্যকে প্রতিফলিত করে না। কোটেশনের 'মিসইউজ' (ভুল ব্যবহার) সংক্রান্ত আলোচনা আপাতত এইটুকু।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নতুন ধরনের ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে তত্ত্বগত সংগ্রাম পরিচালনায় অক্ষমতা

চতুর্থত, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্যে তত্ত্বগত ও আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে আরেকটা প্রধান দুর্বলতা লক্ষ্য করা গিয়েছে, যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তত্ত্ব ও আদর্শগত আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে না পারলে — যে সংশোধনবাদের বীজকে তাঁরা সমূলে সমাজজীবন থেকে উৎপাটিত করতে চাইছেন — সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সামনে আশু সমস্যাগুলির সমাধান হয়ে যাবার পরেও সংশোধনবাদের সেই ঝোঁক ভবিষ্যতে আবার দেখা দেবার আশঙ্কা থেকেই যাবে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে অতীত সমাজের ভাবনা-ধারণা এবং বুর্জোয়া ভাবধারা ও ব্যক্তিবাদের প্রভাব দূর করে তাঁরা প্রোলেটারিয়ান বিপ্লবী রাজনীতির বিজয় পতাকা ওড়াতে চাইছেন। বুর্জোয়া ও পুরানো প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতির যে প্রভাব পার্টির ভিতরে এবং সমাজজীবনে আজও রয়েছে, তাঁরা তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করছেন, অথচ প্রোলেটারিয়ান সংস্কৃতির রূপ সম্বন্ধে একটা পুরোপুরি নক্সা তাঁরা আজও জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হননি। বুর্জোয়া মানবতাবাদী সংস্কৃতির ন্যায়নীতি ও মূল্যবোধের ধারণার সাথে প্রোলেটারিয়ান সংস্কৃতির ন্যায়নীতি ও মূল্যবোধের ধারণার মৌলিক পার্থক্য কোথায় — এ সম্বন্ধে আজও ইতিহাসসম্মত কোন তত্ত্ব তাঁরা দাঁড় করাতে সক্ষম হননি। বুর্জোয়া মানবতাবাদের বিরুদ্ধে প্রোলেটারিয়ান মানবতাবাদের কথা বলা হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই ধরা পড়বে, তাদের এই সংগ্রাম বুর্জোয়া মানবতাবাদী ভাবাদর্শ ও রাজনৈতিক মতাদর্শের বিরুদ্ধেই মূলত পরিচালিত, সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়া সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম তেমন হচ্ছে না। জীবনের মূল্যবোধ ও ন্যায়নীতির ধারণার ক্ষেত্রে মানবতাবাদী ধারণার বিরুদ্ধে আজও সর্বহারা সংস্কৃতির মূল্যবোধ ও ন্যায়নীতির ধারণাকে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হননি। ফলে, চীনা সমাজের বর্তমান অবস্থার এই স্তরে আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত তত্ত্ব ও বক্তব্য তাঁরা উপস্থিত করছেন, তা চীনের সমাজজীবন থেকে ব্যক্তিবাদের প্রভাবকে দূর করার পক্ষে অসম্পূর্ণ। আজকে যে সমস্যার সামনে চীনের সমাজব্যবস্থা পড়েছে তার একটা নতুন দিক আছে। তা হচ্ছে, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে অপেক্ষাকৃত স্থায়িত্ব অর্জন করার সাথে সাথে ব্যক্তিস্বাধীনতা, ব্যক্তির মুক্তি ও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধ সুবিধায় পর্যবসিত হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে — যাকেই আমি পূর্বে 'সোস্যালিস্ট ইন্ডিভিজুয়ালিজম্', বা সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নতুন ধরনের ব্যক্তিগত সুবিধাবাদ বলে উল্লেখ করেছি।

কাজেই শুধুমাত্র পুরানো তত্ত্বগুলো নিত্যনতুনভাবে আউড়ে জনগণের ওপর থেকে তার প্রভাব নিশ্চিহ্ন করা যাবে না। আজ যে অবস্থা চলছে, তারপর সমাজে একটা স্থিতিভাব আসবে। আবার কিছুদিন পর একটা

আন্দোলনের ঢেউ আসবে, তারপর আবার একটা স্থিতি আসবে। আর এই প্রত্যেকটা 'স্টেবিলিটি'-র 'পিরিয়ড' (স্থায়িত্বের কাল)য়েই এই নতুন ধরনের ব্যক্তিবাদ অজ্ঞাতসারে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকবে এবং তার ছাপ পার্টি এবং নেতৃত্বের ওপর অবশ্যম্ভাবীরূপে পড়বে। আজও চীনের পার্টি যে মূল্যবোধগুলির উপর ভিত্তি করে আদর্শের ডাকে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করছে, প্রেরণা যোগাচ্ছে, মনে রাখতে হবে, তা হচ্ছে, মূলত বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে ত্যাগের আদর্শ — অর্থাৎ 'সমাজের প্রতি কর্তব্য, সামাজিক স্বার্থ এবং বিপ্লবের স্বার্থের কাছে ব্যক্তির স্বার্থকে 'সারেন্ডার' করতে হবে।' এই বক্তব্যের মূল সুরটি বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধেরই সুর। জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবার, অনুপ্রাণিত করবার ক্ষেত্রে এর চেয়ে উন্নত কোন ন্যায়নীতির ধারণা, প্রোলেটারিয়ান ন্যায়নীতি ও মূল্যবোধের অন্য কোন উন্নততর অস্ত্র আজও তাদের হাতে নেই। ন্যায়নীতি ও মূল্যবোধের সেই পুরানো ধারণা এবং মাও সে-তুংয়ের পুরানো কথাগুলোর দ্বারা আজও তারা জনগণকে পরিচালনার চেষ্টা করছেন। চীনে বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পূর্বে শ্রেণীসংগ্রামের যে রূপ ও সমস্যা ছিল সে সবের এবং বিপ্লবের পরেও চীন সমাজের বর্তমানের সমস্যাগুলোর মধ্যে বহু জিনিসের প্রভাব মাও সে-তুংয়ের লেখাগুলির মধ্যে পড়েছে। ফলে, মাও সে-তুংয়ের পুরানো লেখাগুলি ভিয়েতনামের জঙ্গলে আজও যারা লড়ছে, বা আমরা শ্রেণীসংগ্রামের যে স্তরে আজকে আছি, আমাদের দেশের জনসাধারণকে তা অনেকখানি প্রভাবিত করছে। কিন্তু, যারা আপেক্ষিকভাবে আরও উন্নততর অর্থনৈতিক অবস্থা ও শিল্পের আরও উন্নত স্তরে বাস করবে, সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সেই নতুন 'জেনারেশান'-এর কমিউনিস্টদের কাছে আজ আর মাও সে-তুংয়ের সব বক্তব্যের পুরোপুরি সেই মানে এবং সেই প্রভাব থাকতে পারে না। ফলে, মাও সে-তুংয়ের পুরানো বহু বক্তব্যই সেই অর্থে খানিকটা 'অব্সোলিট' (অচল), খানিকটা 'এগজসটেড' (নিঃশেষ) হয়ে গেছে। স্বভাবতই আজ চীনের সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নতুন করে প্রোলেটারিয়ান ন্যায়নীতির ধারণা এবং সংস্কৃতির মূল কথা কী হবে, বক্তব্য বিষয় কী হবে, তা আজ পরিষ্কারভাবে দেশের জনসাধারণ ও কমিউনিস্টদের কাছে তুলে ধরতে হবে। আপেক্ষিকভাবে যে সমস্ত দেশ খানিকটা অর্থনৈতিক 'স্টেবিলিটি'র মধ্যে আছে এবং যে সমস্ত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক দেশে 'সেন্স অফ ইন্ডিভিজুয়াল ফ্রিডম' (ব্যক্তিস্বাধীনতা বোধ) একটা 'প্রিভিলেজে' পর্যবসিত হয়েছে, সেইসব দেশের কমিউনিস্টদের এবং প্রগতিশীল ব্যক্তিদের বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হলে আজকের দিনে বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধের সীমাবদ্ধতা এবং কোথায় তার প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা, তা দেখিয়ে দিতে হবে এবং সর্বহারা সংস্কৃতির মূল্যবোধের নতুন ধারণা কী হবে তা জনসাধারণ এবং কমিউনিস্টদের সামনে তুলে ধরতে হবে।

আজকের জটিল পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট মূল্যবোধের পুরানো মান অসম্পূর্ণ হয়ে পড়েছে

'ব্যক্তিস্বার্থকে সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে হবে, সামাজিক স্বার্থের কাছে ব্যক্তিস্বার্থকে সারেন্ডার করতে হবে' — এই চেতনা যে মূলত বুর্জোয়া মানবতাবাদের চেতনা — তা আমি পূর্বেই বলেছি। আর, 'যাঁরা সামাজিক স্বার্থের কাছে ব্যক্তিস্বার্থকে বিনাসর্তে সারেন্ডার করতে পারে, সবসময় পার্টি এবং বিপ্লবের স্বার্থকে বড় বলে মনে করে এবং তার কাছে ব্যক্তিস্বার্থকে বিনা শর্তে সারেন্ডার করতে পারে, সেই হচ্ছে সতিাকারের কমিউনিস্ট' — এইটেই ছিল এতদিন পর্যন্ত কমিউনিস্ট মূল্যবোধের সর্বোচ্চ মান। কালিনিন-এর 'কমিউনিস্ট এডুকেশন' বইয়ে এটাকেই সত্যিকারের কম্যুনিস্টের চেতনার উচ্চতর মান বলা হয়েছে। 'হাউ টু বি এ গুড কমিউনিস্ট' বইয়ের মধ্যেও (যদিও অধুনা এই বইটির খুব বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হচ্ছে, কিন্তু এই বইটি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত এবং এক সময় খুব উচ্চ প্রশংসিত ডকুমেন্ট হিসাবে গণ্য ছিল) — তাকেই সত্যিকারের কম্যুনিস্টের স্ট্যান্ডার্ড বলা হয়েছে। কিন্তু, আজকের এই নতুন পরিস্থিতিতে এটা আর সত্যিকারের উঁচুদরের কম্যুনিস্টের মান বা স্তর থাকতে পারে না। কারণ, দেখা যাচ্ছে এ যুগে পুঁজিবাদী শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার অধীনে বাস করেও ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ ব্যাপক আকারে সুবিধাবাদে পর্যবসিত হচ্ছে এবং ব্যক্তির 'ইন্ডিফারেন্ট এ্যাটিচিউড টুওয়ার্ডস সোস্যাল প্রবলেমস' (সামাজিক সমস্যার প্রতি অনীহার মনোভাব) দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বুর্জোয়া অর্থে 'রাইট অফ ইক্যুয়ালিটি' (সমান অধিকার) সত্যি সত্যি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ বুর্জোয়া ও সামন্ততান্ত্রিক 'রিপ্রেশন' (অত্যাচার) থেকে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করেছে

এবং ব্যক্তি বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা থেকে উত্তরোত্তর অধিকতর স্বাধীনতা এবং সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। অথচ, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় থাকার ফলে ব্যক্তির মুক্তি সংগ্রাম যে নতুন ঐতিহাসিক স্তরে প্রবেশ করেছে, তার ফলে ব্যক্তির মুক্তি সংগ্রামের সামনে আজ মূল সমস্যা কী, সে সম্বন্ধে পরিষ্কার তত্ত্বগত ও ইতিহাসসম্মত সঠিক ধারণা গড়ে তুলতে না পারলে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় উত্তরোত্তর সুবিধা ভোগ করার ফলে কমিউনিস্টদের মধ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যবোধ নতুন করে 'প্রিভিলেজ'-এর সৃষ্টি করবে। ফলে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তির মুক্তির সংগ্রাম আজ যে নতুন সমস্যার সামনে পড়েছে, তার ওপর আলোকপাত করতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদের প্রভাব থেকে সমাজ মুক্ত না হলে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটবে না

ব্যক্তিস্বার্থের সাথে সামাজিক স্বার্থের যে দ্বন্দ্ব, তার রূপ হচ্ছে বিরোধাত্মক। উৎপাদন সংক্রান্ত অন্যান্য সমস্ত সমস্যাগুলোর সমাধান হয়ে যাবার পরেও যতদিন পর্যন্ত উপরোক্ত দুই বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব বজায় থাকবে, ততদিন রাষ্ট্র 'উইদার অ্যাওয়ে' করবে না, অর্থাৎ রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটবে না। রাষ্ট্র, তা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলেও, তা হচ্ছে — 'ইনস্ট্রুমেন্ট অফ কোয়ার্সন' (দমনের যন্ত্র)। বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পার্থক্য এই যে, বুর্জোয়া রাষ্ট্র যেখানে শতকরা এক ভাগ লোকের স্বার্থে শতকরা ৯৯ ভাগ লোকের স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করার 'কোয়ার্সিভ ইনস্ট্রুমেন্ট', সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সেখানে শতকরা ৯৯ ভাগ লোকের স্বার্থে শতকরা এক ভাগ লোকের সমাজতন্ত্র ও প্রগতিবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল আচরণের স্বাধীনতা দমনকারী 'কোয়ার্সিভ ইনস্ট্রুমেন্ট'। কাজেই ব্যক্তিস্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থের বিরোধাত্মক দ্বন্দ্বের প্রতিফলন হিসাবে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব যতদিন থাকবে, ততদিন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও ব্যক্তিকে সামাজিক স্বার্থের কাছে 'সাবমিট' (আত্মসমর্পণ) করতেই হবে এবং ততদিন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 'রিপ্রেসিভ ক্যারেক্টার' (দমনমূলক চরিত্র)-এর বিরুদ্ধে ব্যক্তিমানসের বিদ্রোহ করার ঝোঁক বারবার দেখা দিতে থাকবে এবং এর ফলে সামাজিক লক্ষ্যটা বারবার মার খেতে থাকবে। বারবার ব্যক্তি বিদ্রোহ করবে এবং তার মধ্যে সামাজিক অনীহার মনোভাব বাড়তে থাকবে। ফলে, কমিউনিস্ট আদর্শের যে জোর, 'ডেডিকেশন'-এর যে জোর, তা কমে যাবে। আর নয় আরেকটা হবে — 'লিবারালাইজেশ্যন'। অর্থাৎ, ক্রমাগত দাবি উঠবে যে, ব্যক্তির অধিকার আরও বাড়াতে হবে। আর, এইভাবে চলতে থাকলে তা পুনরায় সংশোধনবাদের জন্ম দেবে এবং পুঁজিবাদকেই ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবে।

তাহলে সমস্যাটাকে এভাবে ধরতে হবে যে, সমাজতন্ত্রে অধিকার কারোর থেকে পাওয়ার প্রশ্ন নেই, অর্থাৎ ক্ষমতাসীন কোন শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীনতা ও অধিকার অর্জন করার প্রশ্ন আর নেই। শ্রেণীসংগ্রাম চলতে থাকার দরুণ সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্রের যে 'অপ্রেসন' খানিকটা বর্তমান, মূলত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশের সাথে সাথে ব্যক্তির স্বাধীনতার বিকাশ ও পুরোপুরি মুক্তি অর্জন করার পথে বাধাস্বরূপ কোন কোন ব্যক্তির হীন ব্যক্তিকেন্দ্রিক আচরণ ও ক্ষমতাচ্যুত বুর্জোয়াশ্রেণীর ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যেই তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এখন সমস্যাটা যেটা রয়েছে, সেটা কোন শোষকশ্রেণী ব্যক্তিকে শোষণ করার জন্য 'অপ্রেস্' করছে — ব্যাপারটা এরূপ নয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতা সংক্রান্ত পুরানো বুর্জোয়া সংস্কার এবং মানসিকতাই নতুন পরিস্থিতিতে নতুন ধরনের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যে মানসিকতা সামাজিক প্রয়োজনের সঙ্গে ব্যক্তির প্রয়োজনকে 'মার্জ' করতে দিচ্ছে না, মিশে যেতে দিচ্ছে না। এটাই আজকের নতুন পরিস্থিতিতে ব্যক্তির মুক্তির পথে প্রধান বাধা। আর, এইটে যদি থাকে, তাহলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেণী অবলুপ্তি ঘটিয়ে দিতে পারলেও শ্রেণীসংগ্রামের পুরোপুরি অবসান হবে না এবং ব্যক্তিবাদের বিষময় প্রভাবের জন্য তখনও সমাজজীবন থেকে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অবলুপ্ত হবে না। ফলে, ব্যক্তির 'কোয়ার্সন' (দমন) থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি ঘটবে না। কারণ, রাষ্ট্র থাকলেই কোন না কোন রূপে তার দমনের চরিত্র থাকছে।

ব্যক্তিস্বার্থকে সামাজিক স্বার্থের সাথে বিলীন করে দিতে পারলেই ব্যক্তির যথার্থ মুক্তি ঘটবে

তাহলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্ণ বিজয় সংগ্রাম পরিচালনার মধ্যে ব্যক্তির স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রাম পরিচালনার প্রধান লক্ষ্য হবে — ব্যক্তির প্রয়োজনের সঙ্গে সামাজিক প্রয়োজনের দ্বন্দ্বের যে

'অ্যান্টাগনিস্টিক' (বিরোধাত্মক) চরিত্র রয়েছে, তাকে 'নন-অ্যান্টাগনিস্টিক' (মিলনাত্মক) চরিত্রে রূপান্তরিত করা। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এই সংগ্রামে পূর্ণ সফলতা অর্জন করতে পারলেই ব্যক্তির চাওয়া-পাওয়ার বিষয়বস্তু এবং ধরন-ধারনগুলোর মূলগত পরিবর্তন সাধিত হবে। একের পর এক সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এই স্তরে পৌঁছুবার পরেই একমাত্র রাষ্ট্র 'উইদার অ্যাওয়ে' করতে পারে। একমাত্র তখনই ব্যক্তি সর্বপ্রকার 'সোস্যাল কোয়ার্সন' থেকে মুক্ত হবে। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ব্যক্তির মুক্তির সংগ্রাম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এক নতুন জটিল স্তরে এসে পৌঁছেছে এবং এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে — যেখানে এই সমস্যাকে সমাধান করতে হলে নিয়ত সাধনা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থকে সামাজিক স্বার্থের সাথে বিলীন করে দেবার জন্য আরও শক্তিশালী কঠোর সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে। সুতরাং ন্যায়নীতি ও মূল্যবোধের এ এক নতুন মান, যেটা পুরানো বুর্জোয়া মানবতাবাদী মূল্যবোধ, যা এতদিন পর্যন্ত কমিউনিস্ট বিপ্লবী আন্দোলনে কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে, তার থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক। এতদিন পর্যন্ত প্রোলেটারিয়ান বিপ্লবী রাজনীতিতে নৈতিকতার যে মান কাজ করেছে তা হচ্ছে — বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থের কাছে ব্যক্তি স্বার্থকে গৌণ করে দেখা। কিন্তু, বর্তমানের সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সম্পূর্ণ নতুন পরিস্থিতিতে চেতনার মান সেই স্তরেই থাকলে 'কমপ্লিট ডেডিকেশন' অসম্ভব, ব্যক্তিবাদের ঝোঁক রোখাও অসম্ভব। কমিউনিস্ট নৈতিকতার মান এ জায়গায় থাকলে প্রোলেটারিয়ান সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং ক্রমাগত প্রোলেটারিয়ান রাজনীতিকে বিপ্লবাত্মক উন্নততর পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যাওয়ার হাজার বড় বড় কথা বলা সত্ত্বেও ব্যক্তিবাদের ঝোঁক সমাজ অভ্যন্তরে থেকেই যাবে। ত্যাগের মনোভাব যতদিন থাকবে, ততদিন সমাজ অভ্যন্তরে কোন না কোন রূপে অহম্ ও ব্যক্তিবাদের প্রভাব কাজ করবে। কাজেই ত্যাগের মানসিকতাকে সত্যিকারের প্রয়োজন উপলব্ধির স্তরে উন্নীত করতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, কত সূক্ষ্মভাবে ও নিত্য নতুনরূপে পুরানো বুর্জোয়া ভাবধারাগুলি সমাজ অভ্যন্তরে কাজ করে চলেছে। চীনের নেতৃবৃন্দ ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে মূল সমস্যাটি ধরার ক্ষেত্রে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়েছেন বলে আমার ধারণা। কিন্তু, যে সমস্যাটির কথা আমি ওপরে আলোচনা করলাম, পরিষ্কার তত্ত্বগত ভিত্তির ওপর তাঁরা তা দাঁড় করাতে এখনও সক্ষম হননি।

তত্ত্বগত ত্রুটি দূর না করতে পারলে ভবিষ্যৎ সংশোধনবাদের সম্ভাবনা থেকে চীনা সমাজ মুক্ত হবে না

জিনিসটিকে প্রথম 'কনসেপ্শন'-এ তত্ত্বগত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে হবে, তারপর তার ভিত্তিতে দেশজোড়া এই নতুন নৈতিকতার একটা প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করতে হবে। কিন্তু, চীনের এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব এখনও এই সমস্যাটিকে এই ভাবে 'টেক-আপ' (গ্রহণ) করতে সক্ষম হয়নি। এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তিবাদ নেতা ও কর্মীদের পুঁজিবাদী রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছে, বুর্জোয়া ভাবধারার শিকারে পরিণত করছে, যারা বুরোক্রেটিক আচরণ করছে, যারা আচরণের মধ্যে অর্থনীতিবাদের ঝোঁককে প্রতিফলিত করছে, যারা সংশোধনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে চলেছে, সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যারা সর্বহারা বিপ্লবী রাজনীতির চেতনার ভিত্তিতে ঐক্যের চেয়ে অস্ত্রশস্ত্রের আধুনিকীকরণের ওপর জোর দিচ্ছে — সেইগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, তাকে দূর করা। এইগুলিকে দূর করে জনতাকে তার থেকে মুক্ত করে বর্তমানে চীনের মূল সমস্যাগুলোর সামনে এবং সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে যাতে চীনের জনসাধারণ 'এক মানুষ' হিসাবে দাঁড়াতে পারে, তেমন অবস্থার সৃষ্টি করা। এখনকার মত এই কাজগুলি করতে পারলেই বর্তমান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আশু উদ্দেশ্য সাধিত হবে। কিন্তু, ভবিষ্যতে পার্টির মধ্যে পুনরায় সংশোধনবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার সম্ভাবনা থেকে পার্টিকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা বর্তমান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের যে কর্মসূচি রয়েছে, তার দ্বারা সম্ভব হবে না। কারণ, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তির মুক্তি সংগ্রাম যে নতুন জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, সেই সম্পর্কে এই তত্ত্বটাই তাঁরা সঠিকভাবে এখন পর্যন্ত ধরতে পারেননি এবং অন্তত পার্টির মধ্যে কমিউনিস্ট কর্মীদের সমাজের প্রতি কর্তব্যবোধে অনুপ্রাণিত করার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার সংগ্রামে এই তত্ত্বটাকে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে আজও সংযোজিত করতে পারেননি। উপরোক্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশজোড়া সংগ্রাম ও নৈতিকতার আন্দোলন শুরু করতে পারলেই, এই উপলব্ধি আসা সম্ভব যে, এই পথেই ব্যক্তির যথার্থ মুক্তি। বর্তমান সাংস্কৃতিক বিপ্লবের এই একটা মৌলিক দুর্বলতা।

এই দুর্বলতা যদি থাকে তাহলে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সামনে তার যে বর্তমান সমস্যা সেটা দূর হবে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সামনে বর্তমানে সরাসরি যে কতগুলি লক্ষ্য আছে তা পূরণ হবে, কিন্তু সাথে সাথে বহু জিনিস এই সাংস্কৃতিক বিপ্লব নিয়ে আসবে, যেগুলি অমীমাংসিত থেকে যাবে। যেমন, নেতৃত্ব সম্পর্কে যান্ত্রিক ধারণা — এটা থেকেই যাবে, এটা দূর হবে না। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিবাদের ঝোঁক যে কারণে বাড়ছে, সেই কারণটিকে দর্শন ও তত্ত্বের সাহায্যে এখন পর্যন্ত তাঁরা ধরতে পারেননি এবং ব্যক্তিবাদ, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রে যে ব্যক্তিবাদের ঝোঁক — তার প্রকৃতি কী এবং তাকে কী করে দূর করতে হবে, সে সম্পর্কে মৌলিক বক্তব্য তাঁরা 'পিন্ পয়েন্ট' (সুনির্দিষ্ট) করে রাখতে পারেননি এবং তার ভিত্তিতে নেতা থেকে শুরু করে কর্মী পর্যন্ত ব্যাপক একটা সংগ্রাম শুরু করেননি। ফলে, এত বড় একটা সাংস্কৃতিক বিপ্লব হয়ে যাবার পরেও নতুন 'জেনারেশন' যারা আসবে, তারা এই নতুন ধরনের ব্যক্তিবাদের খপ্পরে পড়বে এবং তার দ্বারা নতুন ধরনের সংশোধনবাদের 'ভিক্‌টিম' তারা হবে — যদি না ইতিমধ্যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এটা ধরতে পারে, অথবা কেউ তাদের এটা ধরিয়ে দেয় এবং তারা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্যে এই তত্ত্বটাকে সংযোজিত করতে সক্ষম হয়।

বিঃদ্রঃ — 'গণদাবী'র সম্পাদকমণ্ডলী ও দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের বৈঠকে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উপর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে কমরেড শিবদাস ঘোষ ২৭ অক্টোবর, ১৯৬৭ সালে এই ভাষণটি দেন। পরবর্তীকালে ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ তারিখে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় ভাষণটি পুরোপুরি গৃহীত হয়।

১ কমরেড সাধারণ সম্পাদক এই বক্তৃতাটি দেন ২৭শে অক্টোবর, ১৯৬৭ তারিখে। তখনও পর্যন্ত লিউ শাও-চি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় কমিটি দ্বারা গৃহীত হওয়ার পর, যখন ৬ই অক্টোবর, ১৯৭০ তারিখে এই ভাষণটি পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়, ততদিনে লিউ শাও-চি ঐ পদ থেকে অপসারিত হয়েছেন এবং পরে তাঁকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়।

প্রথম প্রকাশ ঃ
জানুয়ারি, ১৯৬৮
'গণদাবী'র বিশেষ সংখ্যায়